

দশম অধ্যায় বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও জনগণের জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে বিদ্যুৎ, তেল, গ্যাস ও অন্যান্য প্রাকৃতিক জ্বালানি খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশে স্থির মূল্যে জিডিপিতে ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বিদ্যুৎ খাতের অবদান ১.৪৫ শতাংশ এবং ‘প্রাকৃতিক গ্যাস ও অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম’ এবং ‘কয়লা ও অন্যান্য খনিজ সম্পদ’ খাতের সমন্বিত অবদান ০.৩০ শতাংশ হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে (বিবিএস, সাময়িক হিসাব)। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে এ দুটি খাতের প্রবৃদ্ধি যথাক্রমে ৮.৬৩ শতাংশ ও ৯.১৬ শতাংশ হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে (বিবিএস, সাময়িক হিসাব)। কৃষি, শিল্প, পরিবহন ও যোগাযোগ, গৃহস্থালি, সেবাখাতসহ বিভিন্ন আয়বর্ধনকারী কর্মকাণ্ডে বিদ্যুৎ, তেল, গ্যাস ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতেও এ সকল উপাদানের চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তবে দেশের মোট চাহিদার বিপরীতে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রাপ্তি এখনও পর্যাপ্ত নয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে সরকার বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়নের জন্য সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতকে যেমন পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ (পিপিপি), রেন্টাল পাওয়ার প্রডিউসার (আরপিপি) ও ইনডিপেন্ডেন্ট পাওয়ার প্ল্যান্ট (আইপিপি) নির্মাণ উৎসাহিত করার জন্য সরকার নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। অপরদিকে কৃষি, শিল্প, পরিবহন ও যোগাযোগ, গৃহস্থালি কাজে পেট্রোলিয়াম দ্রব্যাদি, গ্যাস ও অন্যান্য বিভিন্ন প্রাকৃতিক জ্বালানির চাহিদাও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারের ঘোষিত ভিশন ২০২১ অনুযায়ী বাংলাদেশকে মধ্য-আয়ের দেশে উন্নীত করার জন্য এবং উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের বাহন হিসেবে বিদ্যুৎ, তেল, গ্যাস ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক জ্বালানির ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণকল্পে সরকার বিদ্যুৎ, তেল, গ্যাস ও অন্যান্য জ্বালানি সম্পদ খাতে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। তাছাড়া, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধিকেও সরকার সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে।]

বিদ্যুৎ খাত

দারিদ্র্য বিমোচন এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিদ্যুতের প্রয়োজন অপরিসীম। বর্তমানে দেশের মোট জনগণের মাত্র ৬০ শতাংশ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ২৯২ কিলোওয়াট ঘন্টা যা বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলোর তুলনায় কম। আগামী ২০২১ সালের মধ্যে দেশের সকল জনসাধারণকে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনার লক্ষ্যে সরকার বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন এবং সংস্কার ও পুনর্গঠনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ এখাতের সার্বিক ও সুষম উন্নয়নে বিভিন্নমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বর্তমান পরিকল্পনা মোতাবেক আগামী ২০১৩ থেকে ২০১৭ সাল নাগাদ বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গ্যাস সংকটকে বিবেচনায় রেখে গ্যাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের পাশাপাশি তরল জ্বালানি, কয়লা, ডুয়েল ফুয়েল, নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহার করে সরকারি ও বেসরকারি খাতে প্রায় ১২,৯০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার নতুন বিদ্যুৎ কেন্দ্র জাতীয় গ্রিডে যুক্ত করার কার্যক্রম চলছে। উক্ত পরিকল্পনার আওতায় ২০১৩ সালে আরও ২,০৫৭ মেগাওয়াট, ২০১৪ সালে ১,৯৮৮ মেগাওয়াট, ২০১৫ সালে ২,৭০১ মেগাওয়াট, ২০১৬ সালে ২,৯১৪ মেগাওয়াট ও ২০১৭ সালে ৩,২৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হবে। এর মধ্যে ৫,৪৩৭ মেগাওয়াট ক্ষমতার মোট ২৭টি প্রকল্প নির্মাণাধীন রয়েছে। এছাড়া মোট ১১০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ২টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে।

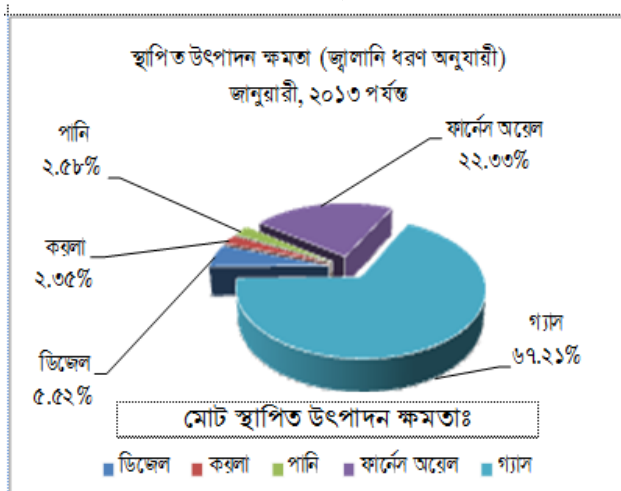
(ক) বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা

বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ও চাহিদা

২০১১-১২ অর্থ বছরে দেশে সরকারি খাতে ৪,৩২৯ মেগাওয়াট এবং বেসরকারি খাতে ৩,৭৭১ মেগাওয়াটসহ মোট স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৮,১০০ মেগাওয়াট। বর্তমান ২০১২-১৩ অর্থ বছরে (জানুয়ারি, ২০১৩ পর্যন্ত) দেশে সরকারি খাতে ৪,৭৯৪ মেগাওয়াট এবং বেসরকারি খাতে ৩,৭৩১ মেগাওয়াটসহ মোট স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ৮,৫২৫ মেগাওয়াট। সরকারি খাতের কয়েকটি উৎপাদন ইউনিট অতি পুরাতন হওয়ায় উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে এবং এগুলোর নির্ভরযোগ্যতাও কমে গেছে। এছাড়াও গ্যাস সরবরাহের ঘাটতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বর্তমানে লোড শেডিং অব্যাহত রয়েছে। এ অর্থ বছরের (জানুয়ারি, ২০১৩ পর্যন্ত) সর্বোচ্চ ৬,৩৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভবপর হয়েছে।

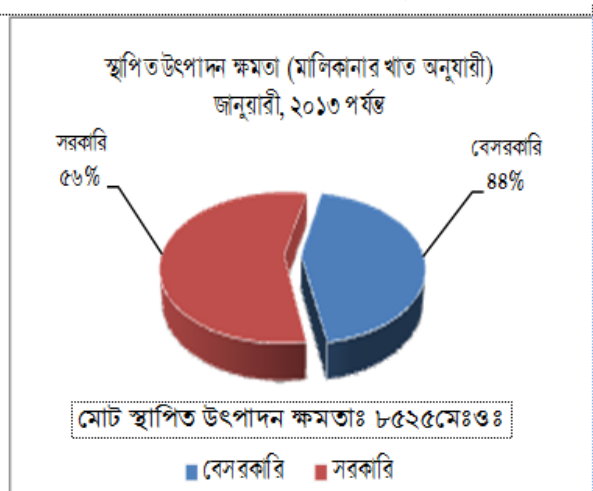
২০১২-১৩ অর্থ বছরে (জানুয়ারি, ২০১৩ পর্যন্ত) সরকারি-বেসরকারি খাতে ও জ্বালানির ভিত্তিতে স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা নিম্নের লেখচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলোঃ

লেখচিত্র ১০.১ স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা
(জ্বালানি ধরণ অনুযায়ী)



উৎসঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো), বিদ্যুৎ বিভাগ।

লেখচিত্র ১০.২ স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা
(মালিকানার খাত অনুযায়ী)

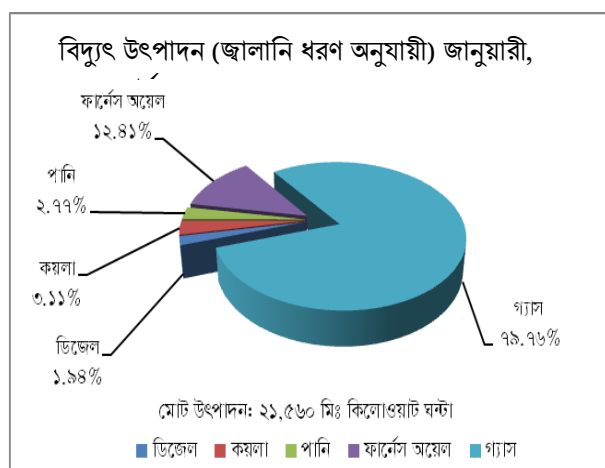


উৎসঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো), বিদ্যুৎ বিভাগ।

বিদ্যুৎ উৎপাদন

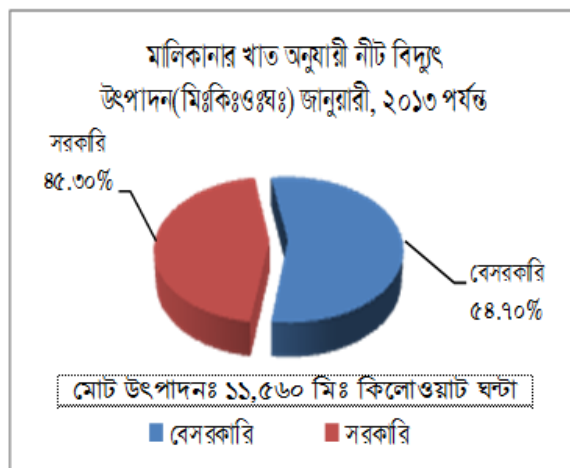
২০১২-১৩ অর্থ বছরে (জানুয়ারি, ২০১৩ পর্যন্ত) সরকারি খাতে ৯,৭৬৬ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার এবং বেসরকারি খাতে (আইপিপি, এসআইপিপি, রেন্টাল, আরইবি) ১১,৭৯৩ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদনসহ মোট ২১,৫৬০ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার নিট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছে। মোট নিট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৪৫.৩০ শতাংশ সরকারি খাতে এবং ৫৪.৭০ শতাংশ বেসরকারি খাতে উৎপাদিত হয়েছে। অপরপক্ষে মোট নিট উৎপাদনের ৭৯.৭৬ শতাংশ গ্যাস ভিত্তিক, ২.৭৭ শতাংশ পানিভিত্তিক, ৩.১১ শতাংশ কয়লাভিত্তিক এবং ১৪.৩৬ শতাংশ তেল ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে উৎপাদিত হয়েছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে ৩৫,১১৮ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার ও ২০১০-১১ অর্থ বছরে ৩১,৩৫৫ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার নিট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়েছিল। অর্থাৎ ২০১০-১১ অর্থবছরের তুলনায় ২০১১-১২ অর্থবছরে ১২.০০ শতাংশ নিট বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে (জানুয়ারি, ২০১৩ পর্যন্ত) সরকারি-বেসরকারি খাতে ও জ্বালানির ভিত্তিতে নিট বিদ্যুৎ উৎপাদন নিম্নের লেখচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলোঃ

লেখচিত্র ১০.৩ বিদ্যুৎ উৎপাদন
(জ্বালানি ধরণ অনুযায়ী)



উৎসঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো), বিদ্যুৎ বিভাগ।

লেখচিত্র ১০.৪ স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা
(মালিকানার খাত অনুযায়ী)



উৎসঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো), বিদ্যুৎ বিভাগ।

১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড নিজস্ব বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনে মোট ১,০৬,৫৯৩ মিলিয়ন ঘনফুট প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করেছে, যা ২০১১-১২ অর্থ বছরে বৃদ্ধি পেয়ে ১,৫১,০৪৮ মিলিয়ন ঘনফুট এ দাঁড়িয়েছে। ব্যবহৃত প্রাকৃতিক গ্যাস ও অন্যান্য জ্বালানির ব্যবহার নিম্নের সারণিতে দেয়া হলো।

সারণি ১০.১ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড-এর বিদ্যুৎ কেন্দ্রে প্রাকৃতিক গ্যাস ও জ্বালানির ব্যবহার

অর্থ বছর	প্রাকৃতিক গ্যাস (মিলিয়ন ঘনফুট)	কয়লা (১০০০ টন)	তরল জ্বালানি (মিলিয়ন লিটার)	
			ফার্নেস অয়েল	এইচএসডি, এসকেও এবং এলডিও
১৯৯৫-৯৬	১,০৬,৫৯৩	-	৭৬	২০০
১৯৯৬-৯৭	১,০৭,২৪০	-	১২৪	৩০৪
১৯৯৭-৯৮	১,২০,৩৭৬	-	১০৮	৩২০
১৯৯৮-৯৯	১,৩৬,৮০২	-	৫৩	২৪৫
১৯৯৯-০০	১,৪১,৩৩০	-	১৩৭	১১০
২০০০-০১	১,৫১,৩১২	-	১১৪	৯২
২০০১-০২	১,৫১,৫৭৭	-	১০২	৬৬
২০০২-০৩	১,৩১,১৮০	-	১৫৪	৭৪
২০০৩-০৪	১,৩৪,৪৮২	-	২০৯	১১৪
২০০৪-০৫	১,৪২,৩২১	-	২৩০	১২৪
২০০৫-০৬	১,৫৩,৯২০	১৯০	২০৫	১৫০
২০০৬-০৭	১,৪৬,২৬২	৫১০	১১২	১১৯
২০০৭-০৮	১,৫০,৯৯২	৪৫০	১৩৭	১১২
২০০৮-০৯	১,৬১,০০৮	৪৭০	৯০	১১৩
২০০৯-১০	১,৬৬,৫৫৭	৪৮০	৯১	১২৫
২০১০-১১	১,৫০,০৩১	৪১০	১১৯	১৩৮
২০১১-১২	১,৫১,০৪৮	৪৪৯	১৮২	৬০
২০১২-১৩ (জানুয়ারি, ২০১৩ পর্যন্ত)	৯৩,৯২৭	৩৪৪	৯৩	১৯

উৎসঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো), বিদ্যুৎ বিভাগ।

সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন

স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলেও প্রাপ্ত উৎপাদন ক্ষমতার স্বল্পতা এবং গ্যাস সরবরাহে ঘাটতির জন্য গত কয়েক বছরে দেশের প্রকৃত বিদ্যুৎ চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়নি। তাই বিদ্যুৎ উৎপাদন ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে সর্বোচ্চ ২,০৮৭ মেগাওয়াট থেকে ২০১১-১২ অর্থ বছরে সর্বোচ্চ ৬,০৬৬ মেগাওয়াটে উন্নীত হলেও বিদ্যুৎ সংকট সম্পূর্ণভাবে দূর করা সম্ভব হয়নি। এখন পর্যন্ত (জানুয়ারি ২০১৩) সর্বোচ্চ ৬,৩৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছে। বিগত কয়েক বছরের স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ও সর্বোচ্চ উৎপাদন সারণি ১০.২-এ দেখানো হল।

সারণি ১০.২ স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা এবং সর্বোচ্চ উৎপাদন

অর্থ বছর	স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	সর্বোচ্চ উৎপাদন (মেগাওয়াট)
১৯৯৫-১৯৯৬	২১০৫	২০৮৭
১৯৯৬-১৯৯৭	২১৪৮	২১১৪
১৯৯৭-১৯৯৮	২৩২০	২১৩৬
১৯৯৮-১৯৯৯	২৮৫০	২৪৪৯
১৯৯৯-২০০০	২৬৬৫	২৬৬৫
২০০০-২০০১	৩০৩৩	৩০৩৩
২০০১-২০০২	৩২১৮	৩২১৮
২০০২-২০০৩	৩৪২৮	৩৪৫৮

অর্থ বছর	স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	সর্বোচ্চ উৎপাদন (মেগাওয়াট)
২০০৩-২০০৪	৩৫৯২	৩৬২২
২০০৪-২০০৫	৩৭২১	৩৭৫১
২০০৫-২০০৬	৩৭৮২	৩৮১২
২০০৬-২০০৭	৩৭১৮	৩৭১৮
২০০৭-২০০৮	৪১৩০	৪১৩০
২০০৮-২০০৯	৫১৬৬	৪১৬২
২০০৯-২০১০	৫২৭১	৪৬০৬
২০১০-২০১১	৬৬৩৯	৪৮৯০
২০১১-২০১২	৮১০০	৬০৬৬
২০১২-১৩ (জানুয়ারি' ২০১৩ পর্যন্ত)	৮৫২৫	৬৩৫০

উৎসঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো), বিদ্যুৎ বিভাগ।

বিদ্যুৎ উৎপাদন কর্মসূচি

সরকার পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান-২০১০ প্রণয়ন করেছে। এ মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী ২০১৫, ২০২১ ও ২০৩০ সালে ডিমাল্ড সাইড ম্যানেজমেন্ট বিবেচনায় বিদ্যুতের চাহিদা হবে যথাক্রমে প্রায় ১০,০০০ মেগাওয়াট, ১৯,০০০ মেগাওয়াট ও ৩৪,০০০ মেগাওয়াট। এ চাহিদা পূরণের জন্য স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা ২০২১ সালে ২৪,০০০ ও ২০৩০ সালে ৩৯,০০০ মেগাওয়াট এ উন্নীত করতে হবে। উক্ত চাহিদা পূরণের জন্য সরকারের স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার আওতায় বিদ্যুৎ উৎপাদন, বিতরণ ও সঞ্চালন লাইন বৃদ্ধির প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের বিভিন্ন ধাপে রয়েছে। বর্তমান পরিকল্পনা অনুসারে ২০১৩ থেকে ২০১৭ সাল নাগাদ প্রায় ১২,৯০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হবে বলে আশা করা যায়। আগামী ২০১৭ সাল পর্যন্ত পরিকল্পিত উৎপাদন প্রকল্পসমূহ নিম্নের সারণিতে দেয়া হলো।

সারণি ১০.৩ বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পসমূহের বিবরণ

বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্পসমূহের বর্তমান অবস্থাঃ

নির্মাণাধীন (সরকারি খাত):

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	সম্ভাব্য চালুর তারিখ
০১।	রাউজান, চট্টগ্রাম (কনকর্ড ও প্রগতি কনসোর্টিয়াম লিমিটেড)	আরপিসিএল	২৫	জানুয়ারি/১৩
০২।	হরিপুর ৩৬০ মেঃওঃ কন্সাইন্ড সাইকেল (মারুবেনী করপোরেশন, জাপান)	ইজিসিবি	৪১২	জিটিঃ মার্চ/১৩ এসটিঃ অক্টোঃ/ ১৩
০৩।	খুলনা ১৫০ মেঃওঃ জিটি (আইসোল্যাক্স, স্পেন)	এনডব্লিউপিজিসি	১৫০	জুলাই, ২০১৩
০৪।	সিদ্ধিরগঞ্জ ৪৫০ মেঃওঃ কন্সাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট(স্যামসাং সি এন্ড টি এবং আইসোল্যাক্স)	ইজিসিবি	৩৩৫	জিটিঃ জুন/১৪ এসটিঃ মার্চ/১৫
০৫।	আশুগঞ্জ ২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি (হন্দাই ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড দেউও ইন্টারন্যাশনাল)	এপিএসসিএল	২২৫	জিটিঃ সেপ্টেঃ/১৪ এসটিঃ জুন/ ১৫
০৬।	বিবিয়ানা ৪৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি (৩য় ইউনিট) (মারুবিনি করপোরেশন এবং হন্দাই ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কন্সট্রাকশন)	বিপিডিবি	৪০০	জিটিঃ মার্চ/১৫ এসটিঃ ডিসেঃ /১৫
০৭।	আশুগঞ্জ ৪৫০ মেঃওঃ (দক্ষিণ) সিসিপিপি (ইনইলেকট্রা ইন্টাঃ, সুইডেন এবং টিএসকে, স্পেন)	এপিএসসিএল	৩৭৩	জুন, ২০১৫
০৮।	কড্ডা, গাজীপুর ১৫০ মেঃওঃ পাওয়ার প্ল্যান্ট (বিপিডিবি)	বিপিডিবি-	১৫০	জুন, ২০১৪

	-আরপিসিএল পাওয়ার জেনারেশন (JV with CES, China)	আরপিসিএল		
	মোট		২,০৭০	

নির্মাণাধীন (বেসরকারি খাত):

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	সম্ভাব্য চালুর তারিখ
০১।	চট্টগ্রাম (মোহরা) ৫০ মেঃওঃ পাওয়ার প্ল্যান্ট (বরকতউল্লাহ ডায়নামিক)	আইপিপি	৫০	জুন, ২০১৩
০২।	চট্টগ্রাম (পতেঙ্গা) ১০০ মেঃওঃ পাওয়ার প্ল্যান্ট (কনসোর্টিয়াম অব কনফিডেন্স সিমেন্ট Rurelec PLC ও এনার্জিপ্যাক পাওয়ার জেনারেশন লিঃ)	আইপিপি	১০৮	জুলাই, ২০১৩
০৩।	ঘোড়াশাল ১০৮ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	আইপিপি	১০৮	জুলাই, ২০১৩
০৪।	আশুগঞ্জ ৫১ মেঃওঃ বিদ্যুৎ কেন্দ্র	আইপিপি	৫১	জুলাই, ২০১৩
০৫।	কাঠপট্টি, মুন্সিগঞ্জ ৫০ মেঃওঃ পাওয়ার প্ল্যান্ট	আইপিপি	৫৩	অক্টোবর, ২০১৩
০৬।	মেঘনাঘাট ৪৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি (২য় ইউনিট) (সামিট পাওয়ার)	আইপিপি	৩৩৫	জিটিঃ অক্টোঃ/১৩ এসটিঃ জুলাই/ ১৪
০৭।	নারায়নগঞ্জ (গগন নগর)	আইপিপি	১০২	নভেম্বর, ২০১৩
০৮।	জামালপুর পিকিং পাওয়ার প্ল্যান্ট (কনসোর্টিয়াম অফ মুতিয়ারা কনসলিডেটেড, মালয়েশিয়া ও পাওয়ার প্যাক, বাংলাদেশ)	আইপিপি	৯৫	ডিসেম্বর, ২০১৩
০৯।	ঢাকা (গাবতলী) ১০৮ মেঃওঃ (জেভি ফুজিয়ান ও ঢাকা নর্থ পাওয়ার)	আইপিপি	১০৮	ডিসেম্বর, ২০১৩
১০।	কেরানীগঞ্জ (বসিলা) ১০৮ মেঃওঃ (জেভি ফুজিয়ান ও ঢাকা ওয়েস্ট পাওয়ার)	আইপিপি	১০৮	জানুঃ, ২০১৪
১১।	কেরানীগঞ্জ (বসিলা) ১০৮ মেঃওঃ (সিএলসি পাওয়ার ও এসোসিয়েট লিঃ)	আইপিপি	১০৮	জানুঃ, ২০১৪
১২।	হোমনা, কুমিল্লা ৫০ মেঃওঃ পাওয়ার প্ল্যান্ট	আইপিপি	৫৩	মার্চ/১৪
১৩।	খুলনা পিকিং ১০০ মেঃওঃ পাওয়ার প্ল্যান্ট (কনসোর্টিয়াম অফ মুতিয়ারা, কনসলিডেটেড, মালয়েশিয়া ও পাওয়ার প্যাক, বাংলাদেশ)	আইপিপি	১০০	এপ্রিল, ২০১৪
১৪।	ভোলা ১৫০-২২৫ সিসিপিপি (২য় ইউনিট)	আইপিপি	২১৮	জিটিঃ ডিসেম্বর/১৪ এসটিঃ সেপ্টেঃ/১৫
১৫।	বিবিয়ানা ৪৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি (২য় ইউনিট) (সামিট পাওয়ার ও জিইসি কনসোর্টিয়াম)	আইপিপি	৩৪১	জিটিঃ জানুঃ/১৫ এসটিঃ অক্টোঃ /১৫
১৬।	বিবিয়ানা ৪৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি (১ম ইউনিট) (সামিট পাওয়ার ও জিইসি কনসোর্টিয়াম)	আইপিপি	৩৪১	জিটিঃ মার্চ/১৬ এসটিঃ অক্টোঃ /১৬
১৭।	চট্টগ্রাম ১৫০-৩০০ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক প্রকল্প	আইপিপি	২৮৩	মার্চ, ২০১৬
১৮।	খুলনা ১৫০-৩০০ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক প্রকল্প	আইপিপি	২৮৩	মার্চ, ২০১৬
১৯।	মাওয়া, মুন্সীগঞ্জ ৩০০-৬৫০ মেঃওঃ কয়লা ভিত্তিক প্রকল্প	আইপিপি	৫২২	জুলাই, ২০১৬
	মোট		৩,৩৬৭	
	মোট (সরকারি ও বেসরকারি)		৫,৪৩৭	

*এছাড়া মোট ১১০ মেগাওয়াট ক্ষমতার ২টি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে।

প্রক্রিয়াধীন (সরকারি খাত):

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	সম্ভাব্য চালুর তারিখ
০১।	চাঁপাইনবাবগঞ্জ ১০০মেঃওঃ পিকিং	বিপিডিবি	১০০	জুলাই, ২০১৪
০২।	আশুগঞ্জ ২০০ মেঃওঃ মডুলার	এপিএসসিএল	১৯৫	ডিসেঃ, ২০১৪
০৩।	ভোলা ২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি	বিপিডিবি	২২৫	জিটিঃ মার্চ/১৫ এসটিঃ ডিসেঃ/১৫
০৪।	শিকলবাহা ১৫০-২২৫ মেঃওঃ সিসিপিপি	বিপিডিবি	২২৫	জিটিঃ জুন/১৫ এসটিঃ ডিসেঃ /১৫
০৫।	শাহাজীবাজার কন্সাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট	বিপিডিবি	৩০০	জিটিঃ জুন/১৫ এসটিঃ মার্চ/১৬
০৬।	ঘোড়াশাল ৩০০-৪৫০ মেঃ ওঃ কন্সাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট	বিপিডিবি	৩০০	জিটিঃ সেপ্টেঃ /১৫ এসটিঃ জুন/১৬
০৭।	বড়পুকুরিয়া ২৫০-৩০০ মেঃ ওঃ কয়লা (৩য় ইউনিট)	বিপিডিবি	২৫০	মার্চ, ২০১৬
০৮।	ভেড়ামারা ৩৬০ মেঃওঃ সিসিপিপি	এনডব্লিউপিজিসি	৩৬০	মে, ২০১৬
০৯।	আশুগঞ্জ ৪৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি (নর্থ)	এপিএসসিএল	৪৫০	জুলাই, ২০১৬
	মোট		২,৪০৫	

প্রক্রিয়াধীন (বেসরকারি খাত):

ক্রঃ নং	বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম	মালিকানা	ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	সম্ভাব্য চালুর তারিখ
০১।	মানিকগঞ্জ ৫০ মেঃওঃ	আইপিপি	৫০	জুন, ২০১৪
০২।	কালিয়াকৈর পিকিং	আইপিপি	১৪৯	ডিসেম্বর, ২০১৪
০৩।	ভৈরব ৫০ মেঃওঃ	আইপিপি	৫০	ডিসেম্বর, ২০১৪
০৪।	সাতক্ষীরা ৫০ মেঃওঃ	আইপিপি	৫০	ডিসেম্বর, ২০১৪
০৫।	সিরাজগঞ্জ ৩০০-৪৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি	আইপিপি	৩৬৭	জিটিঃ মার্চ/১৫ এসটিঃ ডিসেঃ/১৫
০৬।	এলএনজি ২০০-৮৫০ মেঃওঃ সিসিপিপি	আইপিপি	২২৫	অক্টোবর, ২০১৬
	মোট		৮৯১	
	মোট (সরকারি ও বেসকারি)		৩,২৯৬	
	সর্বমোট (নির্মাণাধীন ও প্রক্রিয়াধীন)		৮,৭৩৩	

উৎসঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো), বিদ্যুৎ বিভাগ।

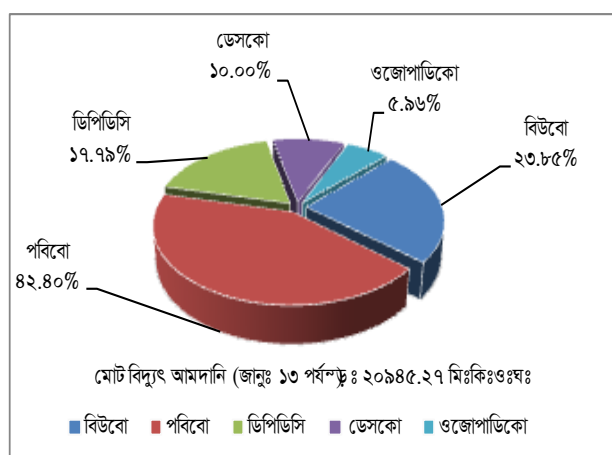
বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থাঃ

বর্তমানে বিদ্যুৎ বিতরণ খাতে পাঁচটি বিতরণ সংস্থা যথা- বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড, ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ ও ওয়েস্টজোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ দায়িত্ব পালন করছে। বিদ্যুৎখাতের সংস্কার ও পুনর্গঠন কার্যক্রমের আওতায় সরকারিভাবে বর্ণিত তিনটি কোম্পানি গঠন করা হয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে দক্ষতা বৃদ্ধিসহ বাণিজ্যিক পরিবেশ তৈরি, স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনা ও সর্বোপরি ভিশন ২০২১ অনুযায়ী সকলের কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া। নিবিড় মনিটরিং এর কারণে বিতরণ সংস্থাগুলো ইতোমধ্যে বিদ্যুৎ বিতরণ সিস্টেমের অধিকতর উন্নয়ন, গ্রাহক সেবা বৃদ্ধি, সিস্টেম লস হ্রাস এবং বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায়সহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

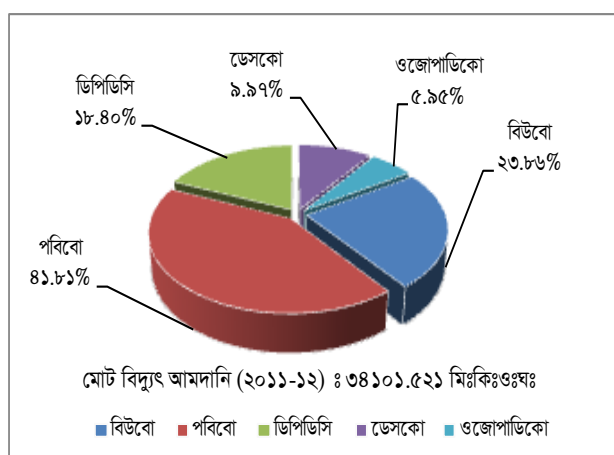
বিদ্যুৎ আমদানি

বিদ্যুৎ খাতের ৫টি বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩(জানুয়ারি, ২০১৩ পর্যন্ত) অর্থ বছরে যথাক্রমে মোট ৩৪,১০১.৫২ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার ও ২০,৯৪৫.২৭ মিলিয়ন কিলোওয়াট আওয়ার বিদ্যুৎ আমদানি করেছে যা নিম্নে লেখচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলোঃ

লেখচিত্র ১০.৫ মোট বিদ্যুৎ আমদানি (জানুয়ারি, ২০১৩ পর্যন্ত) লেখচিত্র ১০.৬ মোট বিদ্যুৎ আমদানি (২০১১-১২)



উৎসঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো), বিদ্যুৎ বিভাগ।



উৎসঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো), বিদ্যুৎ বিভাগ।

বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ

বিদ্যুতের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে সরকার সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সুষ্ঠুভাবে বিতরণের লক্ষ্যে ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বিতরণ সংস্থাসমূহ কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের তালিকা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

সারণি ১০.৪ বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বিবরণ

প্রকল্পের নাম	সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকা)	প্রকল্পের উদ্দেশ্য
বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড			
১. বিদ্যুৎ বিতরণ উন্নয়ন প্রকল্প, ময়মনসিংহ জোন	২০১৩-১৪	৬৩৭.৭৬	বিতরণ লাইন এবং উপকেন্দ্র নির্মাণ ও রেনোভেশন এর মাধ্যমে ১২,৪৬৬ জন নতুন গ্রাহক সংযোগ প্রদান
২. বিদ্যুৎ বিতরণ উন্নয়ন প্রকল্প, চট্টগ্রাম জোন	২০১৩-১৪	১০৮৮.০০	বিতরণ লাইন এবং উপকেন্দ্র নির্মাণ ও রেনোভেশন এর মাধ্যমে ১০,৩৮৪ জন নতুন গ্রাহক সংযোগ প্রদান
৩. বিদ্যুৎ বিতরণ উন্নয়ন প্রকল্প,	২০১৩-১৪	৭৫৬.০০	বিতরণ লাইন এবং উপকেন্দ্র নির্মাণ ও

প্রকল্পের নাম	সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকা)	প্রকল্পের উদ্দেশ্য
কুমিল্লা জোন			রেনোভেশন এর মাধ্যমে ৬০,০০০ জন নতুন গ্রাহক সংযোগ প্রদান
৪. বিদ্যুৎ বিতরণ উন্নয়ন প্রকল্প, সিলেট জোন	২০১৩-১৪	৪১০.০০	বিতরণ লাইন এবং উপকেন্দ্র নির্মাণ ও রেনোভেশন এর মাধ্যমে ৬৯,০০০ জন নতুন গ্রাহক সংযোগ প্রদান
৫. বিদ্যুৎ বিতরণ উন্নয়ন প্রকল্প, রংপুর জোন	২০১৩-১৪	৭১০.০০	বিতরণ লাইন এবং উপকেন্দ্র নির্মাণ ও রেনোভেশন এর মাধ্যমে ৭৭,১০০ জন নতুন গ্রাহক সংযোগ প্রদান
৬. বিদ্যুৎ বিতরণ উন্নয়ন প্রকল্প, রাজশাহী জোন	২০১৩-১৪	৬৯৩.০০	বিতরণ লাইন এবং উপকেন্দ্র নির্মাণ ও রেনোভেশন এর মাধ্যমে ৩৩,০০৯ জন নতুন গ্রাহক সংযোগ প্রদান
মোট (বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড)		৪২৯৫.০০	
পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড			
১. ১.৮ মিলিয়ন নতুন সংযোগ প্রকল্প	ডিসেম্বর ২০১৫	৫৪১৩.৩৫	৪৫,০০০ কিঃ মিঃ বিতরণ লাইন ও ২,০০০ কিঃমিঃ ৩৩ কেভি লাইন নির্মানের মাধ্যমে ১.৮ মিলিয়ন নতুন গ্রাহক সংযোগ প্রদান
২. পল্লী বিদ্যুতায়ন বর্ধিতকরণ প্রকল্প (রাজশাহী, রংপুর, খুলনা ও বরিশাল অঞ্চল)	২০১২-১৩	১৩২২.০০	উপকেন্দ্র ও লাইন বর্ধিতকরণ
৩. পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ প্রকল্প (ঢাকা বিভাগ-১)	২০১২-১৩	৪৯৮.০০	৪,১০০ কিলোমিটার লাইন নির্মাণসহ উপকেন্দ্র নির্মাণ
৪. পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ প্রকল্প (চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগ-১)	২০১২-১৩	৪৯৮.০০	৪,৫০০ কিলোমিটার লাইন নির্মাণসহ উপকেন্দ্র নির্মাণ
৫. পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ প্রকল্প (রাজশাহী- রংপুর বিভাগ-১)	২০১২-১৩	৪০৭.০০	৩,৪০০ কিলোমিটার লাইন নির্মাণসহ উপকেন্দ্র নির্মাণ
৬. পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ প্রকল্প (বরিশাল বিভাগ-১)	২০১২-১৩	২৬৮.০০	২,৫০০ কিলোমিটার লাইন নির্মাণসহ উপকেন্দ্র নির্মাণ
৭. হরিপুর ৩৬০ মেঃওঃ কন্সট্রাক্ট সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট (পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড অংশ)	২০১২-১৩	৫৪.৮৬	বৃহত্তর ঢাকা ও দেশের পূর্বাঞ্চলে বিদ্যুতের লোড শেডিং কমানো সহ চাহিদা পূরণ।
৮. ইফিসিয়েন্ট লাইটিং ইনিসিয়েটিভ ফর বাংলাদেশ	ডিসেম্বর ২০১৪	২৭৯.২৮	সারা দেশে ১.৭৭৫ কোটি সিএফএল বাল্ব বিতরণ
৯. পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ প্রকল্প (খুলনা বিভাগ-১)	ডিসেম্বর ২০১৩	৩৯৩.০৩	৩,৭০০ কিলোমিটার লাইন নির্মাণসহ উপকেন্দ্র নির্মাণ
১০. পল্লী বিদ্যুতায়ন সম্প্রসারণ প্রকল্প (গোপালগঞ্জ)	২০১৩-১৪	২৬.২১	২৩০ কিলোমিটার লাইন নির্মাণসহ উপকেন্দ্র নির্মাণ
১১. সোলার পাওয়ার ইরিগেশন পাম্প ও সোলার হোম সিস্টেম	২০১২-১৩	২৬.৭৯	২০টি সোলার সেচ পাম্প ও ১২৫০ সেট সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন
১২. বাগেরহাট পবিসের অধীনে সিলো প্রকল্পের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ	২০১২-১৩	১২.০৪	২৬ কিলোমিটার নতুন লাইন নির্মাণ
১৩. সোলার এনার্জির মাধ্যমে উপজেলা কমপ্লেক্সে বিদ্যুতায়ন	২০১৩-১৪	২৪.৬১	সোলার প্ল্যান্ট স্থাপন

প্রকল্পের নাম	সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকা)	প্রকল্পের উদ্দেশ্য
মোট (পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড)		৯২২৩.১৭	
ডিপিডিসি			
১. ১৩২/৩৩ কেভি ও ৩৩/১১ কেভি নতুন উপকেন্দ্র উন্নয়ন প্রকল্প	ডিসেম্বর ২০১৩	৪৩৪.০০	উপকেন্দ্র বর্ধিতকরণ
২. বিতরণ লাইনের পুনর্বাসন ও বর্ধিতকরণ প্রকল্প	২০১৩-১৪	১৬৯.০০	বিতরণ লাইন বর্ধিতকরণ
মোট (ডিপিডিসি)		৬০৩.০০	
ডেসকো			
১. বিতরণ লাইন শক্তিশালীকরণ প্রকল্প	২০১২-১৩	৪৮৬.০০	বিতরণ লাইন বর্ধিতকরণ
২. বিতরণ সিস্টেম বর্ধিতকরণ ও সম্প্রসারণ (গুলশান)	২০১২-১৩	৫৯৫.০০	বিতরণ সিস্টেম বর্ধিতকরণ
মোট (ডেসকো)		১১০৮.১০০	
ওজোপাড়িকো			
১. ২১ জেলা বিদ্যুৎ বিতরণ প্রকল্প	ডিসেম্বর ২০১৩	৪৬৯.০০	বিতরণ নেটওয়ার্ক ও উপকেন্দ্র বর্ধিতকরণ
মোট (ওজোপাড়িকো)		৪৬৯.০০	

উৎসঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো), বিদ্যুৎ বিভাগ।

সিস্টেম লস

সিস্টেম লস বিদ্যুৎ সংস্থাসমূহের দক্ষতা মূল্যায়নের একটি প্রধান সূচক। বিদ্যুৎখাতে সংস্কার কর্মসূচির মূল লক্ষ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিদ্যুৎ অপচয় বন্ধ এবং সিস্টেম লস কমানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি/সংস্থাসমূহের দক্ষতা তদারকির মাধ্যমে ক্রমাগতভাবে বিদ্যুতের সিস্টেম লস হ্রাস করা সম্ভব হচ্ছে। ২০০১-০২ থেকে ২০১২-১৩ (জানুয়ারি'১৩ পর্যন্ত) বিদ্যুতের সিস্টেম লসের পরিসংখ্যান নিম্নে দেখানো হলো।

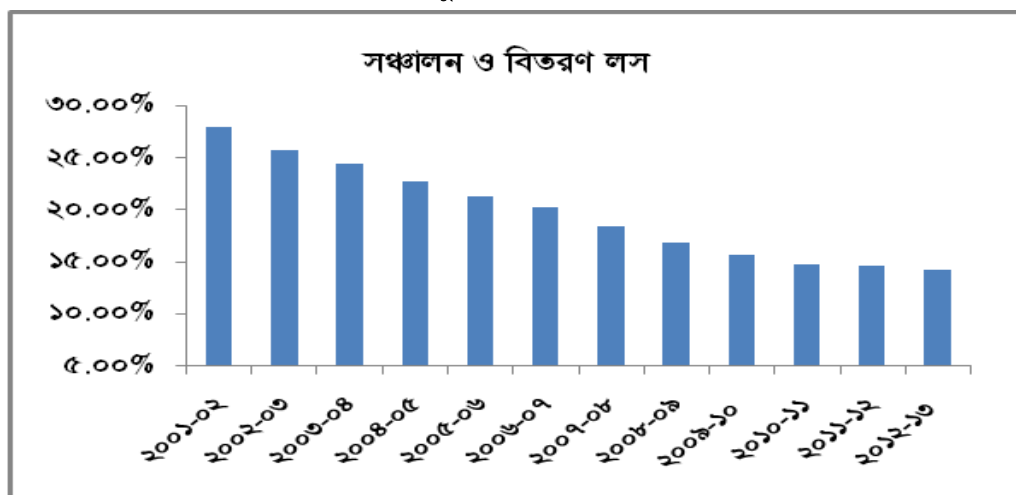
সারণি ১০.৫ বিদ্যুতের সিস্টেম লসের পরিসংখ্যান

অর্থ বছর	বিতরণ লস	সঞ্চালন ও বিতরণ লস (মোট লস)
২০০১-০২	২৩.৯২%	২৭.৯৭%
২০০২-০৩	২১.৬৪%	২৫.৬৯%
২০০৩-০৪	২০.০৪%	২৪.৪৯%
২০০৪-০৫	১৭.৮৩%	২২.৭৯%
২০০৫-০৬	১৬.৫৩%	২১.২৫%
২০০৬-০৭	১৬.২৬%	২০.২৫%
২০০৭-০৮	১৫.৫৬%	১৮.৪৫%
২০০৮-০৯	১৪.৩৩%	১৬.৮৫%
২০০৯-১০	১৩.৪৯%	১৫.৭৩%
২০১০-১১	১২.৭৫%	১৪.৭৩%
২০১১-১২	১২.২৬%	১৪.৬১%
২০১২-১৩ (জানু:১৩ পর্যন্ত)	১১.৮২%	১৪.২০%

উৎসঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো), বিদ্যুৎ বিভাগ।

২০০১-০২ থেকে ২০১২-১৩ (জানুয়ারি'১৩ পর্যন্ত) বিদ্যুতের সিস্টেম লসের পরিসংখ্যান নিম্নে লেখচিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো।

লেখচিত্র ১০.৭ বিদ্যুতের সিস্টেম লসের পরিসংখ্যান



উৎসঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো), বিদ্যুৎ বিভাগ।

বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া

বিদ্যুৎ খাতের সংস্থা/কোম্পানিসমূহে আর্থিক সচ্ছলতা আনয়নের লক্ষ্যে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণসহ বিদ্যুতের বকেয়া গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে হ্রাসকরণের জন্য সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ এবং তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন সরকারি বিভিন্ন দপ্তর/ সংস্থাসমূহ নিয়মিতভাবে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ না করায় বিপুল অংকের বিদ্যুৎ বিল বকেয়া পড়ে আছে এবং পুঞ্জীভূত বকেয়া বিলের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে বিদ্যুৎ সংস্থাসমূহ আর্থিক সংকটে ভুগছে। সরকারি, আধা-সরকারি ও বেসরকারি বকেয়া আদায়ের লক্ষ্যে সরকার প্রণোদনামূলক কার্যক্রম গ্রহণসহ তদারকি জোরদার করে মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করায় বিগত কয়েক বছরের বিদ্যুৎ বিলের বকেয়া গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। নিম্নে জুলাই, ২০০১ হতে ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত বকেয়ার পরিসংখ্যান দেখানো হলো।

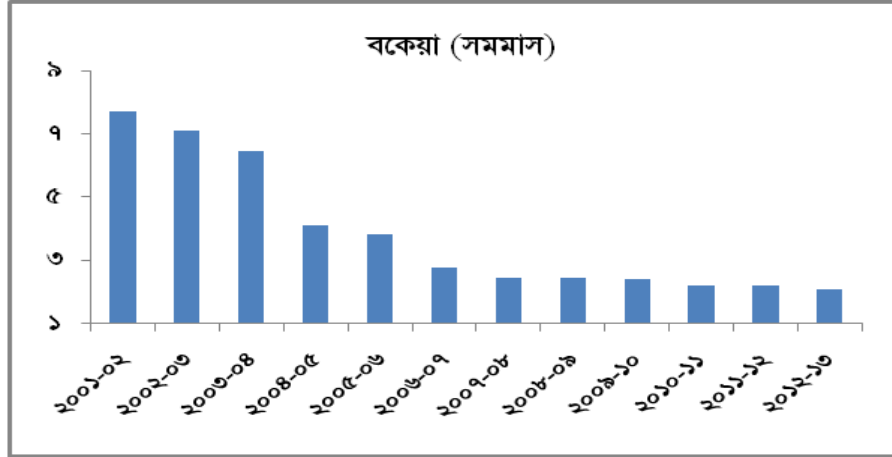
সারণি ১০.৬ বকেয়া বিদ্যুৎ বিলের পরিসংখ্যান

অর্থ বছর	বকেয়া (সমমাস)
২০০১-০২	৭.৭৪
২০০২-০৩	৭.১৩
২০০৩-০৪	৬.৪৫
২০০৪-০৫	৪.১২
২০০৫-০৬	৩.৮৩
২০০৬-০৭	২.৭৬
২০০৭-০৮	২.৪৫
২০০৮-০৯	২.৪৪
২০০৯-১০	২.৪০
২০১০-১১	২.২২
২০১১-১২	২.২১
২০১২-১৩ (ডিসে:১২পর্যন্ত)	২.১০

উৎসঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো), বিদ্যুৎ বিভাগ।

জুলাই, ২০০১ হতে ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত বকেয়ার পরিসংখ্যান নিম্নের লেখচিত্রে দেখানো হলো।

লেখচিত্র ১০.৮ বিদ্যুতের বকেয়া বিলের পরিসংখ্যান



উৎসঃ বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো), বিদ্যুৎ বিভাগ।

পাওয়ার সিস্টেম ইন্টারফেস মিটার স্থাপন কার্যক্রম

দেশের সকল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে এবং বৃহত্তর ঢাকা বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার মধ্যে এনার্জির ইনফ্লো-আউটফ্লোর হিসাব নিকাশে আরো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রথম পর্যায়ে ৪১০টি গ্রিড মিটার স্থাপন করা হয়েছে। স্থাপিত মিটারসমূহ এনার্জি অডিটিং কার্যক্রমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে এবং সিস্টেম লস হ্রাসকরণ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। প্রতিটি মিটার সেন্ট্রাল সার্ভারের সাথে সংযুক্ত। স্ব স্ব সংস্থার কমপ্লেক্সে ওয়ার্ক স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে যা মেইন সার্ভারের সাথে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সংযুক্ত। স্থাপিত মিটারসমূহ বিলিং মিটার ও এনার্জি ব্যালান্স করার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। সেন্ট্রাল সার্ভারে সিস্টেমের ক্রমপুঞ্জিত ডাটা সংস্থাভিত্তিক সংরক্ষিত থাকে। সেন্ট্রাল সার্ভার থেকে মিটারের রিডিং গ্রহণ করা যায়। সার্ভার থেকে প্রত্যেকটি মিটারের লোড প্রোফাইল যেমন- এনার্জি ইনফ্লো ও আউটফ্লো ইত্যাদি ইন্সট্রুমেন্টেশন ডাটা যেমন- ভোল্টেজ, কারেন্ট, পাওয়ার ফ্যাক্টর ইত্যাদি ও ইভেন্ট লগ যেমন- মিটার টেম্পারিং ইত্যাদি তথ্য জানা যায়। সার্ভারে মেরিডিয়ান সফটওয়্যার ও মিটারে মিটারক্যাট সফটওয়্যার ইন্সটল করা হয়েছে। এ সকল মিটার স্থাপনের ফলে সংস্থাসমূহের বিদ্যুতের আমদানি ও রপ্তানির প্রকৃত হিসাব পাওয়া যায় এবং সঠিক বিলিং পদ্ধতি অনুসরণ করা যায়। পাওয়ার সিস্টেমে ইন্টারফেস মিটার স্থাপন করে একটি আধুনিক মিটারিং ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। উন্নত মানের মিটার, সিটি, পিটি ইত্যাদি সমন্বয়ে কম্পিউটারভিত্তিক গ্রিড মিটারিং ব্যবস্থা চালুর ফলে বাংলাদেশের বিদ্যুৎখাতের এনার্জি অডিটিং এ বড় ধরনের পরিবর্তন এসেছে।

প্রি-পেইড মিটার স্থাপন কার্যক্রম

বিদ্যুৎ খাতের সংকট মোকাবেলায় সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। উক্ত কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানি (ডেসকো), পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (পবিবো) এবং ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিঃ (ডিপিডিসি) এর বিভিন্ন এলাকায় প্রিপেইড মিটার স্থাপন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ডেসকোর আওতাধীন এলাকায় জানুয়ারি’ ১৩ পর্যন্ত প্রায় ১১,৫৩৩টি প্রিপেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে এবং প্রায় ৬,০০০ টি প্রিপেইড মিটার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও বিআরটিসি, বুয়েটের কারিগরি সহায়তায় ডেসকো মিরপুরে প্রিপেইড মিটার Manufacturing Unit স্থাপন করেছে। বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড-এর চট্টগ্রাম, বগুড়া, সিলেট ও সিরাজগঞ্জের প্রায় ৪০,০০০ গ্রাহককে প্রিপেইড মিটারিং কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে। এতে বিদ্যুতের অপচয় হ্রাসসহ গ্রাহক হয়রানি ও সিস্টেম লস উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। আরো ৩৫,০০০ ইউনিফাইড প্রি-পেইড মিটার সকল সংস্থায় স্থাপনের কার্যক্রম চলছে। ক্রমান্বয়ে সকল গ্রাহকের জন্য প্রিপেইড মিটার স্থাপন কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থা (পিজিসিবি)

২০০১-০২ হতে ফেব্রুয়ারি' ১৩ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎ সঞ্চালন পরিস্থিতি উন্নতির জন্য গৃহীত পদক্ষেপ

বিদ্যুৎ খাতে সঞ্চালন ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থা আলাদা করার জন্য ১৯৯৬ সালে পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ লিমিটেড (পিজিসিবি) গঠন করা হয়েছে। বিভিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে উৎপাদিত বিদ্যুৎ সারাদেশে ২৩০ কেভি ও ১৩২ কেভি লাইনের মাধ্যমে সঞ্চালন করা হয়। পিজিসিবি গঠিত হবার সময় দেশে ২৩০ কেভি ও ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইনের দৈর্ঘ্য ছিল যথাক্রমে ৮৩৮ সার্কিট কিঃমিঃ ও ৪,৭৫৫ সার্কিট কিঃমিঃ। সঞ্চালন ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের লক্ষ্যে ২০০১-০২ থেকে ২০১২-১৩ সালের ফেব্রুয়ারি' ২০১৩ পর্যন্ত পিজিসিবি নিম্নে উল্লিখিত সমাপ্ত ও বর্তমানে চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২,৮৪২.৩০ সার্কিট কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন, ৬,২০৪.০০ সার্কিট কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন, ৭,৫২৫ এমভিএ ক্ষমতাসম্পন্ন ১৭টি ২৩০/১৩২ কেভি উপকেন্দ্র, ১১,১৪১ এমভিএ ক্ষমতা সম্পন্ন ১০৩ টি ১৩২/৩৩ কেভি উপকেন্দ্র, ৮ টি উপকেন্দ্রে ১৩২ কেভি বাসে ৪৫০ মেগাভার ক্যাপাসিটর ব্যাংক এবং ৫০ টি উপকেন্দ্রে ৩৩ কেভি বাসে ১,০৯৫ মেগাভার ক্যাপাসিটর ব্যাংক স্থাপনসহ বিদ্যমান গ্রিড উপকেন্দ্রগুলোতে মোট ৪৭৭ এমভিএ ক্ষমতা বৃদ্ধির কাজ সম্পন্ন করেছে। বর্তমানে মোট সঞ্চালন লাইনের দৈর্ঘ্য ৯,০৪৬ সার্কিট কিলোমিটার এবং মোট ১২০টি গ্রিড উপকেন্দ্রের ক্ষমতা ১৮,৬৬৬ এমভিএ। সঞ্চালন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য যেসব প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে তা নিম্নরূপঃ

১. কুমিল্লা-মেঘনাঘাট-হরিপুর ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন ও বর্তমান ঘোড়াশাল-হরিপুর ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন রামপুরায় টার্ন- ইন ও টার্ন-আউট নির্মাণ প্রকল্প।
২. হাসনাবাদ-আমিনবাজার-টঙ্গী এবং হরিপুর-মেঘনাঘাট ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ প্রকল্প।
৩. খুলনা-ঈশ্বরদীএবং বগুড়া-বড়পুকুরিয়া ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ প্রকল্প।
৪. জয়দেবপুর-কবিরপুর-টাঙ্গাইল ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ প্রকল্প।
৫. দ্বিতীয় পূর্ব-পশ্চিম বৈদ্যুতিক আন্তঃসংযোগ লাইন (আশুগঞ্জ-যমুনা বহুমুখী সেতু-সিরাজগঞ্জ ২৩০ কেভি লাইন) নির্মাণ প্রকল্প।
৬. ঈশ্বরদী-বাঘাবাড়ী-সিরাজগঞ্জ-বগুড়া ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ প্রকল্প।
৭. ন্যাশনাল লোড ডেসপাচ সেন্টার (এনএলডিসি) নির্মাণ প্রকল্প।
৮. জয়দেবপুর-কবিরপুর-টাঙ্গাইল ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ প্রকল্প।
৯. তিন সঞ্চালন লাইন (১৩২ কেভি) নির্মাণ প্রকল্প।
১০. রাজশাহী-নাটোর ১৩২ কেভি সিঙ্গেল সার্কিট লাইন নির্মাণ প্রকল্প।
১১. আমিনবাজার-সাভার ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ প্রকল্প।
১২. নওগাঁ-নিয়ামতপুর ১৩২ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ প্রকল্প।
১৩. আশুগঞ্জ-শাহজীবাজার ১৩২ কেভি সিঙ্গেল সার্কিট সঞ্চালন লাইন নির্মাণ প্রকল্প।

২০১২-১৩ সালের বিভিন্ন কার্যক্রম/কর্মসূচির লক্ষ্য ও সর্বশেষ অর্জিত অগ্রগতির তথ্য ও বিবরণ

সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মানসম্পন্ন বিদ্যুৎ নিরবিচ্ছিন্নভাবে দেশের সকল মানুষের নিকট পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যকে সামনে রেখে পিজিসিবি বিভিন্ন কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে ১৩ টি প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমান অর্থ বছরে নিম্নলিখিত ১২ টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। এর মধ্যে ৯ টি প্রকল্প এডিপিভুক্ত ও ৩ টি নিজস্ব অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সারণি ১০.৭ পিজিসিবি'র আওতাবাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বিবরণ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	ফেব্রুয়ারি -২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত ভৌত লক্ষ্যমাত্রা	ফেব্রুয়ারি -২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত ভৌত অগ্রগতি	অর্থায়নের উৎস
১	সঞ্চালন লাইনের সুবিধাসহ নতুন গ্রিড উপকেন্দ্র নির্মাণ ও সম্প্রসারণ (ফেইজ-১) বাস্তবায়নকালঃ ২০০৫-০৬ হতে ২০১১-১২	৯৭.১০%	৯৬.৫১%	এডিবি, জেবিআইসি ও বাংলাদেশ সরকার
২	মেঘনাঘাট-আমিনবাজার ৪০০ কেভি ট্রান্সমিশন	৮২.৮২%	৮১.৭৯%	এডিবি ও বাংলাদেশ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	ফেব্রুয়ারি -২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ভৌত লক্ষ্যমাত্রা	ফেব্রুয়ারি -২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ভৌত অগ্রগতি	অর্থায়নের উৎস
	লাইন (ফেইজ-১) বাস্তবায়নকাল কালঃ ২০০৬-০৭ হতে ২০১২-১৩			সরকার
৩	আমিনবাজার ওল্ড এয়ারপোর্ট ২৩০ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন এন্ড এসোসিয়েটেড সাব-স্টেশনস বাস্তবায়নকাল কালঃ ২০০৬-০৭ হতে ২০১২-১৩	৮৯.৩০%	৮৭.৮৫%	এডিবি ও বাংলাদেশ সরকার
৪	ট্রান্সমিশন ইফিসিয়েন্সি ইমপ্রুভমেন্ট প্রো রিয়েকটিভ পাওয়ার কমপেনসেশন এ্যাট গ্রিড সাব- স্টেশন এন্ড রি-ইনফোর্সমেন্ট অব গোয়ালপাড়া সাব- স্টেশন বাস্তবায়নকালঃ ২০০৭-০৮ হতে ডিসেম্বর' ২০১২	৯৩.৪৪%	৯৩.০৯%	কেএফডব্লিউ ও বাংলাদেশ সরকার
৫	সিদ্ধিরগঞ্জ-মানিকগন ২৩০ কেভি ট্রান্সমিশন লাইন বাস্তবায়নকালঃ ২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩	৯৪.৬৮%	৯৪.৯০%	বিশ্বব্যাংক ও বাংলাদেশ সরকার
৬	হরিপুর ৩৬০ মেঃ ওঃ কন্সাইন্ড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট ও এসোসিয়েটেড সাবস্টেশন নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নকালঃ ২০০৭-০৮ হতে ২০১১-১২	৮১.৯৭%	৮২.১১%	জাইকা ও বাংলাদেশ সরকার
৭	বাংলাদেশ(ভেড়ামাড়া)-ভারত(বহরমপুর) আন্তঃসংযোগ লাইন প্রকল্প বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-০৮ হতে ২০১২-১৩	৬৮.৯৫%	৭১.৯৪%	এডিবি ও বাংলাদেশ সরকার
৮	বিবিয়ানা-কালিয়াকৈর ৪০০ কেভি এবং ফেঞ্চগঞ্জ- বিবিয়ানা ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩	৪০.৪৯%	৪১.২৫%	ইডিসিএফ ও বাংলাদেশ সরকার
৯	বিবিয়ানা-কুমিল্লা ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প বাস্তবায়নকালঃ অক্টোবর'১০ হতে ডিসেম্বর' ১২	৯৯.৪৩%	৯৮.৭৫%	বাংলাদেশ সরকার
১০	বরিশাল-ভোলা-বোরহানুদ্দীন ডবল সার্কিট ২৩০ কেভি লাইন নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নকালঃ মার্চ' ১১ হতে ডিসেম্বর' ১২	৪০.৯%	২৮.৫৭%	পিজিসিবি
১১	টু নিউ ১৩২/৩৩ কেভি সাবস্টেশনস এ্যাট কুলাউড়া এন্ড শেরপুর উইথ ইন্টারকানেক্টিং লাইন বাস্তবায়নকালঃ জানুয়ারি' ১২ হতে ডিসেম্বর' ১৩	৩০.০০%	২৮.০০%	পিজিসিবি
১২	গোয়ালপাড়া-বাগেরহাট ১৩২ কেভি ডাবল সার্কিট সঞ্চালন লাইন নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নকালঃ এপ্রিল' ১২ হতে মার্চ' ১৪	৩.০০%	৩.০০%	পিজিসিবি

উৎসঃ পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি), বিদ্যুৎ বিভাগ।

এছাড়াও ২টি নতুন অনুমোদিত প্রকল্পের কাজ ২০১২-১৩ অর্থ বছর থেকে শুরু করা হয়েছেঃ

সারণি ১০.৮ পিজিসিবি'র আওতাভ্যন্তরীণ বাস্তবায়নাত্মক নতুন অনুমোদিত প্রকল্পসমূহের বিবরণ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	বর্তমান অবস্থা	অর্থায়নের উৎস
১	ন্যাশনাল পাওয়ার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (জানুয়ারি, ২০১৩ হতে ২০১৫-১৬)	গত ০৫/০২/২০১৩ তারিখে প্রকল্পটির ডিপিপি ECNEC সভায় অনুমোদিত হয়। জাইকা'র সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বিড ডকুমেন্ট তৈরীর জন্য	জাইকা, বাংলাদেশ সরকার ও পিজিসিবি

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	বর্তমান অবস্থা	অর্থায়নের উৎস
		পরামর্শক নিয়োগের কাজ চলছে।	
২	১৩২ কেভি গ্রিড নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট ইন ইন্টার্ন রিজিয়ন (জানুয়ারি, ২০১৩ হতে ২০১৬-১৭)	গত ০৫/০২/২০১৩ তারিখে প্রকল্পটির ডিপিপি ECNEC সভায় অনুমোদিত হয়। রুট সার্ভে এবং IEE'র কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এডিবি'র সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বিড ডকুমেন্ট তৈরীর কাজ চলছে।	এডিবি, বাংলাদেশ সরকার ও পিজিসিবি

উৎসঃ পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি), বিদ্যুৎ বিভাগ।

ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা

বিদ্যুৎ সঞ্চালন ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করা এবং ভবিষ্যৎ ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ চাহিদা মিটানোসহ সরকার কর্তৃক গৃহীত “২০২১ সালের মধ্যে সকলের ঘরে বিদ্যুৎ” পৌছানোর লক্ষ্য অর্জনের পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ইতোমধ্যে গৃহীত অগ্রাধিকারভিত্তিক ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যান (থ্রি ইয়ার রোড ম্যাপ ফর পাওয়ার সেক্টর রিফর্ম) এর আওতায় নিম্নলিখিত প্রকল্পসমূহ পিজিসিবি'র সক্রিয় বিবেচনাধীন আছেঃ

সারণি ১০.৯ পিজিসিবির বিবেচনাধীন প্রকল্পসমূহের বর্তমান অবস্থা

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	বর্তমান অবস্থা
১.	বিদ্যমান উপকেন্দ্র ও সঞ্চালন লাইনের ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (ফেইজ-১) (২০১১-১২ হতে ২০১৪-১৫)	ডিপিপি প্রস্তুতির কাজ চলছে।
২.	আশুগঞ্জ-ভুলতা ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণ প্রকল্প (২০১২-১৩ হতে ২০১৪-১৫)	টেন্ডার ডকুমেন্ট তৈরী করা হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণের কাজ চলছে এবং PQ এর জন্য টেন্ডার আহবান করা হয়েছে।
৩.	আমিনবাজার-মাওয়া-মংলা ৪০০ কেভি এবং মংলা-খুলনা (সাউথ) ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন (NG3) (২০১২-১৩ হতে ২০১৪-১৫)	প্রকল্পের পিডিপিপি নীতিগত অনুমোদন পেয়েছে এবং বিগত ০৯-০৯-২০১০ইং তারিখে ই.আর.ডি'তে পাঠানো হয়েছে। বৈদেশিক অর্থায়নের জন্য প্রচেষ্টা চলছে। বিশ্বব্যাংক প্রকল্পটির ফিজিবিলিটি স্ট্যাডির জন্য অর্থায়ন করছে। ADB এর কাছ থেকে অর্থায়নের আশা করা হচ্ছে।
৪.	আনোয়ারা-মেঘনাঘাট ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প (NG4) (২০১২-১৩ হতে ২০১৪-১৫)	প্রকল্পের পিডিপিপি নীতিগত অনুমোদন পেয়েছে। বৈদেশিক অর্থায়নের জন্য প্রচেষ্টা চলছে। বিশ্বব্যাংক ফিজিবিলিটি স্ট্যাডির জন্য অর্থায়ন করছে। EDCF এর কাছ থেকে অর্থায়নের আশা করা হচ্ছে।
৫.	ওয়েস্টার্ন গ্রিড নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (২০১২-১৩ হতে ২০১৪-১৫)	প্রকল্পের পি-ডিপিপি নীতিগত অনুমোদন পেয়েছে। KfW মিশন প্রকল্প এলাকাগুলো পরিদর্শনের পর অর্থায়নের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে।
৬.	৪০০/২৩০/১৩২ নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)	পি-ডিপিপি নীতিগত অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। বৈদেশিক অর্থায়নের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। ডিপিপি তৈরীর কাজ চলছে।
৭.	বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চল এবং ত্রিপুরার মধ্যে বৈদ্যুতিক আন্তঃসংযোগ নির্মাণ প্রকল্প (২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)	পি-ডিপিপি অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
৮.	বিদ্যমান আশুগঞ্জ-ফেঞ্চুগঞ্জ ১৩২ কেভি লাইনের ক্ষমতাবৃদ্ধিকরণ এবং আশুগঞ্জ-ঘোড়াশাল ২৩০ কেভি নতুন লাইন নির্মাণ প্রকল্প (২০১২-১৩ হতে ২০১৪-১৫)	পি-ডিপিপি নীতিগত অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। বৈদেশিক অর্থায়নের প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।
৯.	মাতারবাড়ি-আনোয়ারা-মদুনাঘাট ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন প্রকল্প (২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)	পি-ডিপিপি নীতিগত অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। জাইকার অর্থায়নে ফিজিবিলিটি স্ট্যাডির কাজ চলছে।
১০.	রুরাল ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক ডেভেলপমেন্ট এন্ড রেনোভেশন প্রজেক্ট (২০১৩-১৪ হতে ২০১৫-১৬)	প্রকল্পের পি-ডিপিপি প্রস্তুত করা হয়েছে।

উৎসঃ পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি), বিদ্যুৎ বিভাগ।

পরিবেশ সংরক্ষণ ও তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নঃ

সঞ্চালন প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় পিজিসিবি'র কর্মকান্ড যাতে পরিবেশের উপর ক্ষতিকর কোন প্রভাব না ফেলে সেই লক্ষ্যে পরিবেশ অধিদপ্তরের নিয়ম-কানুন যথাযথভাবে অনুসৃত হচ্ছে। সুষ্ঠু বিদ্যুৎ সঞ্চালনের নিমিত্তে বিভিন্ন গ্রিড ও বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের সাথে এলডিসি (লোড ডেসপ্যাচ সেন্টার) এর তাৎক্ষণিক যোগাযোগের জন্য একই সঞ্চালন লাইনের মধ্যে স্থাপিত পিএলসি ব্যবস্থার মাধ্যমে পিজিসিবি'র নিজস্ব টেলিকমিউনিকেশন সিস্টেম চালু আছে। বজ্রপাত থেকে সঞ্চালন লাইনের সুরক্ষার জন্য ব্যবহৃত গ্রাউন্ড ওয়ার এর মধ্যে অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন প্রযুক্তি বর্তমান বিশ্বে বহুলভাবে ব্যবহার হচ্ছে। ১৯৯৬ ইং হতেই পিজিসিবি'র উচ্চচাপ সঞ্চালন লাইনে গ্রাউন্ড ওয়ার এর পরিবর্তে OPGW (Optical Ground Wire) স্থাপন শুরু করা হয়েছে। এছাড়াও, বর্তমান অর্থ বছরে Domestic Network Co-ordination Committee (DNCC)-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেশব্যাপী ইন্টারনেট সার্ভিস বিস্তার করার লক্ষ্যে বিটিসিএল কে এক জোড়া অপটিক্যাল ফাইবার দেওয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত রয়েছে। পিজিসিবি প্রথম থেকেই কোম্পানিকে একটি স্বাবলম্বী ও লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার লক্ষ্য সামনে রেখে কর্ম দক্ষতা বৃদ্ধিসহ ব্যয় সংকোচন, নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধি, কাজে স্বচ্ছতা আনয়ন ও দেশের গ্রিড নেটওয়ার্কের সার্বিক উন্নয়নের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে।

(ঘ) সাসটেইনেবল এনার্জি

নবায়নযোগ্য জ্বালানি

নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালায় ২০১৫ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৫ শতাংশ এবং ২০২০ সালের মধ্যে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ১০ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি হতে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। সমন্বিতভাবে টেকসই ও নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, সম্প্রসারণ ও কার্যক্রম তদারকিকরণের জন্য Sustainable & Renewable Energy Development Authority (SREDA) গঠনের উদ্দেশ্যে সংসদে আইন পাশ হয়েছে। বাংলাদেশে সোলার হোম সিস্টেম প্রমোশন কর্মসূচি বিশ্বের অন্যতম সফল ও সেরা সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন কর্মসূচি। সারাদেশে এযাবত ১৯ লক্ষের অধিক সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার আওতায় ইতোমধ্যে প্রায় ৮-৭ মেগাওয়াট ক্ষমতার নবায়নযোগ্য জ্বালানি ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। নিচের সারণিতে এক নজরে নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি দেখানো হলঃ

সারণি ১০.১০ এক নজরে নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রম বাস্তবায়ন অগ্রগতি

সোলার হোম সিস্টেমঃ		৭৪ মেগাওয়াট (প্রায় ১৯ লক্ষ)
সরকারি /বেসরকারি অফিসে সোলার সিস্টেমঃ		১ মেগাওয়াট
বিভিন্ন বাণিজ্যিক ভবন ও শপিং মলে সোলার সিস্টেমঃ		১ মেগাওয়াট
নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের ক্ষেত্রে সোলার পি ভি স্থাপনঃ		৭ মেগাওয়াট
বায়ু শক্তি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রঃ		২ মেগাওয়াট
বায়োমাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনঃ		১ মেগাওয়াট
বায়ো গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদনঃ		১ মেগাওয়াট
মোট		৮৭ মেগাওয়াট

উৎসঃ পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি), বিদ্যুৎ বিভাগ।

নবায়নযোগ্য জ্বালানি উৎসভিত্তিক অর্জন:

ক) সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন

- Infrastructure Development Company Limited (IDCOL) এর অঙ্গ সংগঠনের মাধ্যমে ৭২ মেগাওয়াট ক্ষমতার প্রায় ১৯ লক্ষ সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন।
- পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক বিভিন্ন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মাধ্যমে ১.৮৫ মেগাওয়াট ক্ষমতার ২২,৬৮৫ টি সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন।

খ) সোলার পিভি স্থাপন

- মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর কার্যালয়ে ২২.৮০ কিলোওয়াট ক্ষমতার, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড -এর ট্রেনিং একাডেমি ভবনের ছাদে ৪৯ কিলোওয়াট ক্ষমতার, বিদ্যুত উন্নয়ন বোর্ড -এর বিদ্যুৎ ভবনের ছাদে ৩০ কিলোওয়াট ও সরকারি /বেসরকারি অফিস ভবনে মোট ১ মেগাওয়াট ক্ষমতার সোলার পিভি স্থাপন।

- বিভিন্ন বাণিজ্যিক ভবন ও শপিং মলে মোট ১ মেগাওয়াট ক্ষমতার সোলার পিভি স্থাপন।
- নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহক কর্তৃক মোট ৭ মেগাওয়াট ক্ষমতার সোলার প্যানেল স্থাপন।

(গ) সোলার মিনি গ্রিড স্থাপন

- বেসরকারি উদ্যোগে সন্ধ্যাপে ১০০ কিলোওয়াট ক্ষমতার সোলার মিনি গ্রিড স্থাপন।

(ঘ) সোলার ইরিগেশন পাম্প স্থাপন

- পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক বিভিন্ন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে প্রায় ১৫০ কিলোওয়াট ক্ষমতার (৫৪০ অশ্বশক্তি ক্ষমতাসম্পন্ন) ৪০টি সোলার সেচ পাম্প স্থাপন করা হয়েছে।

(ঙ) বায়ু বিদ্যুৎ

- বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক পাইলট ভিত্তিক উপকূলবর্তী কুতুবদিয়া দ্বীপে ১.০ মেগাওয়াট ও ফেনী এলাকায় ০.৯ মেগাওয়াট ক্ষমতার বায়ু চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।

চ) বায়োমাস ও বায়োগ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন

- সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বিভিন্ন স্থানে প্রায় ১ মেগাওয়াট ক্ষমতার বায়োমাস ভিত্তিক এবং প্রায় ১ মেগাওয়াট ক্ষমতার বায়োগ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। বায়োমাস ব্যবহার করে গাজীপুর জেলায় একটি ২৫০ কিলোওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে।

বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প

- IDCOL এর মাধ্যমে বর্তমানে গড়ে প্রতিদিন প্রায় ১৫০০টি সোলার হোম সিস্টেম স্থাপিত হচ্ছে এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের মাধ্যমে সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন পূর্বক বিদ্যুতায়ন কার্যক্রম চলমান আছে।
- সরকারি নির্দেশনা মোতাবেক সরকারি ও আধা-সরকারি ভবনে সোলার প্যানেল স্থাপন কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
- নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের ক্ষেত্রে গ্রাহকের চাহিদা ২ কি:ও: এর বেশি হলে নির্ধারিত হারে সোলার প্যানেল স্থাপন কার্যক্রম অব্যাহত আছে।
- বর্তমানে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “Solar Powered Irrigation Pump & Solar Home System” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৭টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে এবং জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টি ফান্ডের আওতায় ৮টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে ১৫৫০ টি সোলার হোম সিস্টেম স্থাপন করা হচ্ছে।
- জাতীয় সংসদে ১০০ কিলোওয়াট ক্ষমতার সোলার পিভি স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
- এডিবি’র অর্থায়নে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ৮ মেগাওয়াট ক্ষমতার গ্রিড কানেকটেড সোলার বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- বাংলাদেশ সচিবালয়ের ছাদে BOO ভিত্তিতে ৫০ KWp ক্ষমতার গ্রিড কানেকটেড সোলার বিদ্যুৎ প্লান্ট স্থাপনের জন্য ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড দরপত্র কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।
- বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড সুনামগঞ্জ জেলার শাল্যা উপজেলায় ৪০০ কিলোওয়াট ক্ষমতার সোলার মিনি গ্রিড স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।
- বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড সন্ধ্যাপ পৌর এলাকায় ৯০০-১০০০ কিলোওয়াট ক্ষমতার সোলার মিনি গ্রিড স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।
- বেসরকারি উদ্যোগে IDCOL এর মাধ্যমে ৫টি এলাকায় সোলার মিনি গ্রিড প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক হাতিয়ায় সৌর (১ মেগাওয়াট) ও বায়ু (১ মেগাওয়াট) বিদ্যুৎ হাইব্রিড সিস্টেম স্থাপন করা হচ্ছে।
- ২০০০ ডিজেল ইরিগেশন পাম্পকে সোলার পাম্প দ্বারা প্রতিস্থাপনের লক্ষ্যে IDCOL কর্তৃক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।
- এডিবি’র অর্থায়নে ৭ টি সিটি কর্পোরেশনে সোলার স্ট্রিট লাইট প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন আছে।
- কাপ্তাই, রাজশাহী, ঈশ্বরদী ও সরিষাবাড়ীতে মোট ১৫-২০ মেগাওয়াট ক্ষমতার সোলার পার্ক স্থাপনের জন্য দরপত্র দলিল চূড়ান্ত করা হয়েছে।

- Regen Power Tech of India ফেনী, কক্সবাজার, আনোয়ারা, কুতুবদিয়া ও ক্ষেপুপাড়া স্থানে উইন্ড ম্যাপিংসহ একটি ১৫ মেগাওয়াটের পাইলট প্রকল্প স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এছাড়া USAID, ADB এর সহায়তায় দেশের বিভিন্ন স্থানে উইন্ড ম্যাপিং করা হচ্ছে।
- বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক চট্টগ্রামের আনোয়ারায় ৫০-২০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।
- ঠাকুরগাঁও জেলায় বেসরকারি পর্যায়ে বায়োমাস ব্যবহার করে ৪০০ কিলোওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্র বাস্তবায়নের কাজ শেষ পর্যায়ে আছে।
- স্থানীয় সরকার বিভাগ BOO ভিত্তিতে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বর্জ্য হতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

পরিকল্পনাধীন প্রকল্প

- IDCOL এর মাধ্যমে ২০১৪ সালের মধ্যে মোট ২৫ লাখ সোলার সিস্টেম স্থাপনের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।
- IDCOL ২০১৬ সালের মধ্যে ২০০ কিলোওয়াট ক্ষমতার মোট ৩০টি বায়োমাসভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে অর্থায়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।
- জাইকা কর্তৃক ১০০০ টি ডিজেল ইরিগেশন পাম্পকে সোলার পাম্প দ্বারা প্রতিস্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে।
- জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টি ফান্ডের আওতায় ১৫টি উপজেলা কমপ্লেক্স সৌর বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট স্থাপন প্রকল্প প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।
- ৭০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সদর দপ্তরে সৌর বিদ্যুৎ প্ল্যান্ট স্থাপন, দূরবর্তী ও দুর্গম এলাকায় সোলার মিনি গ্রিড স্থাপন প্রকল্প অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে।
- বেসরকারি উদ্যোগে ২০১৬ সালের মধ্যে মোট ৩০ টি সোলার মিনিগ্রিড স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

৫০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন পরিকল্পনা

নবায়নযোগ্য জ্বালানী নীতিমালায় ঘোষিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী বিদ্যুৎ উৎপাদনের অংশ হিসেবে সম্প্রতি ৫০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ৫০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ উন্নয়ন মিশনের আওতায় দুই ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে:

(ক) বাণিজ্যিক সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পসমূহ

- বিভিন্ন সরকারি অব্যবহৃত ও অনাবাদি জমিতে বেসরকারিভাবে Build, Own and Operate (BOO) ভিত্তিতে সৌর পার্ক স্থাপন।
- অফ-গ্রিড এলাকায় সৌর মিনি গ্রিড প্রকল্প স্থাপনপূর্বক Remote Area Power Supply System (RAPSS) পদ্ধতিতে বিদ্যুতায়ন।
- ব্যক্তিমালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও আবাসিক ভবনে সৌর বিদ্যুৎ সিস্টেম স্থাপন।

(খ) সামাজিক সৌর বিদ্যুৎ প্রকল্পসমূহ

- গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র।
- প্রত্যন্ত এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।
- ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্র।

সরকার কর্তৃক গৃহীত বিদ্যুতের দক্ষ ও সাশ্রয়ী ব্যবহার

সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদনের পাশাপাশি বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। দেশে এই প্রথমবারের মত বিনামূল্যে ৪৫ লক্ষ গ্রাহককে ১ কোটি ৫ লক্ষ এনার্জি সাশ্রয়ী CFL বাব বিতরণ করা হয়েছে। এতে প্রায় ৮০-৯০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সাশ্রয় করা সম্ভব হয়েছে। ২০১৩ সালের মধ্যে আরো ৭২.৫ লক্ষ এনার্জি সাশ্রয়ী CFL বাব বিনামূল্যে বিতরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করা যায় এতে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে। এছাড়া অধিক বিদ্যুৎ অপচয়কারী ম্যাগনেটিক ব্যালাস্টের পরিবর্তে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী ইলেকট্রনিক ব্যালাস্ট এবং T-5 টিউব লাইট ব্যবহার করার জন্য গ্রাহকদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এখন থেকে চাহিদা

যাইহোক বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী সরঞ্জামাদি ব্যবহার ও বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে বিদ্যুতের লোড বরাদ্দ যথাসম্ভব কম রাখা হবে। তাছাড়া নতুন সংযোগের ক্ষেত্রে গ্রাহকের লোড ২ কিলোওয়াট এর বেশী হলে সোলার প্যানেল স্থাপনের শর্ত যুক্ত করা হয়েছে। গ্রাহকপ্রাপ্তে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির দক্ষতা নির্ধারণের জন্য বিএসটিআইসহ বিদ্যুৎ বিভাগ সমন্বিতভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইনকেনডিসেন্ট বাবল উৎপাদনকে নিরুৎসাহিত করে CFL বাবল উৎপাদনকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা

উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা কার্যক্রমের আওতায় প্রতিবেশী দেশসমূহ হতে বিদ্যুৎ আমদানি/ ভবিষ্যতে রপ্তানির লক্ষ্যে কার্যক্রম নেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ভারত হতে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির বিষয়ে দুদেশের প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ে সিদ্ধান্তের আলোকে ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইন স্থাপন ও HVDC বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে আঞ্চলিক গ্রিড ইন্টারকানেকশন এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে। ইতোমধ্যে ভারত সরকার তাদের কর্তৃত্বাধীন "Unallocated Resource" থেকে সাশ্রয়ী মূল্যে ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

মায়ানমার এর রাখাইন রাজ্যে স্থাপিতব্য জল বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। রাখাইন রাজ্য থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত ৩০০ কিলোমিটার দীর্ঘ ২৩০ কেভি সঞ্চালন লাইন নির্মাণের মাধ্যমে এই বিদ্যুৎ আমদানির পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। আশা করা যায় সফল আঞ্চলিক সহযোগিতার মাধ্যমে ২০১৫-২০১৭ সালের মধ্যে প্রস্তাবিত ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করা সম্ভব হবে।

ভবিষ্যৎ বিদ্যুৎ উন্নয়ন পরিকল্পনা

সরকার বিদ্যুৎ খাতের সার্বিক উন্নয়নে সংস্কারের পাশাপাশি পাওয়ার সিস্টেম এর মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী ২০২১ সালের মধ্যে স্থাপিত বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২৪,০০০ মেগাওয়াটে উন্নীত হবে। এ সময় সঞ্চালন ও বিতরণ লাইনের পরিমাণ দাঁড়াবে যথাক্রমে ১২,০০০ সার্কিট কিঃমিঃ ও ৪৭৮,০০০ কিঃ মিঃ। আগামী ২০২১ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎখাত উন্নয়নে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার একটি সার-সংক্ষেপ নিম্নে তুলে ধরা হল :

সারণি ১০.১১ আগামী ২০২১ সাল পর্যন্ত বিদ্যুৎখাত উন্নয়নে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার একটি সার-সংক্ষেপ

ক্রমিক নং	বিবরণ	সাল ২০১৩ (জানুয়ারি)	সাল ২০২১
১।	স্থাপিত উৎপাদন ক্ষমতা (মেঃ ওঃ)	৮,৫২৫	২৪,০০০
২।	ডিএসএম সহ বিদ্যুৎ চাহিদা (মেঃ ওঃ)	৬,৬০০	১৯,০০০
৩।	সঞ্চালন লাইন (সার্কিট কিঃ মিঃ)	৯,০৪৬	১২,০০০
৪।	গ্রিড উপকেন্দ্রের ক্ষমতা (এমভিএ)	১৮,৬৬৬	৪৬৪৫০
৫।	বিতরণ লাইন (কিঃ মিঃ)	২,৮১,৫৭২	৪৭৮,০০০
৬।	গ্রাহক সংখ্যা (লক্ষ)	১৩৮	২০৭
৭।	বিদ্যুতায়িত গ্রামের সংখ্যা	৫০,০০০	৮৪,৩২৫
৮।	মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদন (কিঃওঃঘঃ)	২৯২	৬০০
৯।	বিদ্যুৎ সুবিধার আওতাভুক্ত জনসংখ্যা	৬০%	১০০%

উৎসঃ বিদ্যুৎ বিভাগ।

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড

বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর বেশীর ভাগই গ্রামাঞ্চলে বাস করে। গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী এই অবহেলিত জনগোষ্ঠী দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশেষ অবদান রাখতে পারে। পল্লী এলাকার উন্নয়নের গুরুত্ব বিবেচনা করে সরকারের অগ্রাধিকার প্রাপ্ত কর্মসূচিসমূহের মধ্যে পল্লী বিদ্যুতায়ন একটি অন্যতম কার্যক্রম হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কৃষি উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন এবং বিভিন্ন আয়-বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠী তাঁদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করে দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারছেন। তাই পল্লী উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে বিদ্যুতের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য

১৯৭৭ সালে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড নিরন্তর প্রচেষ্টায় একটি অবকাঠামোগত উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছে।

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক ৭০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মাধ্যমে ডিসেম্বর'১২ পর্যন্ত ৪৯,৩০৫ টি গ্রামে ২,৩৮,২৫৩ কিলোমিটার বিতরণ লাইন নির্মাণের মাধ্যমে ৭৮,৭৬,১২৯টি আবাসিক, ১,৭৪,৮৫৬ টি সেচ (২০১২ সালের সেচমৌসুমে সর্বোচ্চ ২,৬৭,০০০টি সেচ সংযোগ দেওয়া হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১২-তে সেচ মৌসুম শেষ হওয়ায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সেচ সংযোগ সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন রয়েছে, যার কারণে সেচ সংযোগের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে), ৮,৫৮,৭৩৫ টি বাণিজ্যিক, ১,৪০,৬০৮ টি শিল্প ও ১,৭৮,৩৮১ টি অন্যান্য সংযোগসহ সর্বমোট ৯২,২৮,৭০৯টি সংযোগ দেওয়া হয়েছে। নিম্নে ২০০০-০১ অর্থবছর হতে ২০১১-১২ অর্থ বছরের ডিসেম্বর'১২ পর্যন্ত পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমে লাইন নির্মাণ ও গ্রাহক সংযোগের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতির চিত্র প্রদত্ত হলোঃ

সারণি ১০.১২ ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি

অর্থ বছর	বিতরণ লাইন (কিঃমিঃ)			গ্রাহক সংযোগের সংখ্যা		
	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	হ্রাস/বৃদ্ধি (-)/(+)	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	হ্রাস/বৃদ্ধি (-)/(+)
২০০০-০১	১৩,৭৫০	১২,৯৮৯	১,৫৮১	৩,২৫,০০০	৫,০৪,০৭৪	-৮,৩৭১
২০০১-০২	১৪,৫২৮	১৪,৬৪১	১,৬৫২	৩,৫০,০০০	৬,৬২,৬৪১	১,৫৮,৫৬৭
২০০২-০৩	১৪,৯২২	১৬,০০২	১,৩৬১	৪,৫০,০০০	৬,৫০,১২৬	-১২,৫১৫
২০০৩-০৪	১৪,৬৬১	১৫,৭০৬	-২৯৬	৫,৫০,০০০	৬,৮২,২৮৩	৩২,১৫৭
২০০৪-০৫	১৫,৪০০	১৬,২৬০	৫৫৪	৬,৫০,০০০	৬,৭০,২৬৩	-১২,০২০
২০০৫-০৬	১৪,৫০০	১৫,০৯১	-১,১৬৯	৭,৫০,০০০	৭,৪১,০৯৫	-৭০,৮০২
২০০৬-০৭	৫,৪৭৬	৪,৭৬৪	-১০,৩২৭	৬৫,০০০	৪,৫৩,৪২৬	-২,৮৭,৬৬৯
২০০৭-০৮	৫,০৪২	৩,০৮৯	-১,৬৭৫	২,৪৫,০০০	২,২৬,২৫২	-২২,১৭৪
২০০৮-০৯	৬,১১৬	৫,০৬২	১,৯৭৩	৩,৬৮,২৭৫	৪,০৫,৯৯০	১,৭৯,৭৩৮
২০০৯-১০	২,৮৫২	২,৭১৩	-২,৩৪৯	৪,২০,০০০	৪,৬৮,৫৬৩	৬২,৫৭৩
২০১০-১১	২,০৯৫	৩,০২৮	৩১৫	১,৮০,০০০	২,৫৯,৫৪৮	-২,০৯,০১৫
২০১১-১২	৭,৭০০	১০,০৪৯	৭,০২১	২,৬৯,৫০০	৭,১৩,৭১৩	৪,৬৪,১৬৫
২০১২-১৩ (ডিসেম্বর'১২)	১০,৫০০	১,৮৯১	-৮,১৫৮	৩,০০,০০০	১,৪২,৮৯৯	-৩,২১,২৬৬

উৎসঃ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি), বিদ্যুৎ বিভাগ।

(বর্তমান বৎসরের অগ্রগতি - পূর্ববর্তী বৎসরে অগ্রগতি = হ্রাস / বৃদ্ধি (-/+)

সরকারি সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে লাইন নির্মাণ এবং কয়েকটি শ্রেণীর গ্রাহক সংযোগ বন্ধ থাকায় ২০০৬-০৭, ২০০৭-০৮ এবং ২০১০-১১ অর্থ বছরে লাইন নির্মাণ এবং গ্রাহক সংযোগের অগ্রগতি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী অর্জন সম্ভব হয়নি। এছাড়াও, পূর্বে সংযোগকৃত গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করা হতো। কিন্তু ইতোমধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর গ্রাহক বিভিন্ন কারণে সংযোগ অপসারণ /বাস্তবে সংযোগের অস্তিত্ব না থাকায় প্রকৃত যে সমস্ত গ্রাহকের বর্তমানে আছে তাদের সংখ্যা উল্লেখ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফলে গ্রাহক সংযোগ সংখ্যা ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে হ্রাস পেয়েছে।

আরইবি'র বিদ্যুৎ ক্রয় ও বিতরণ, দেনা-পাওনা এবং বিদ্যুৎ বিল আদায় কার্যক্রম

বিদ্যুৎ ক্রয় ও বিতরণ

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড বাংলাদেশ সরকারের একটি অবকাঠামো উন্নয়নকারী সংস্থা এবং এ কারণে সরকারের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে বোর্ডের কার্যক্রমের যাবতীয় অর্থায়ন করা হয়ে থাকে। তবে বর্তমানে চলমান ৪টি বিভাগীয় সম্প্রসারণ কার্যক্রম প্রকল্পে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড -এর নিজস্ব তহবিল হতেও অর্থায়ন করা হচ্ছে। পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড পিডিবি'র নিকট থেকে বিদ্যুৎ ক্রয় করে তা গ্রাহকদের মধ্যে বিতরণ করে। ২০১১-১২ অর্থবছরের ডিসেম্বর'১২ পর্যন্ত বোর্ড কর্তৃক বিদ্যুৎ ক্রয় এবং গ্রাহকদের মধ্যে বিতরণ পরিস্থিতি নিম্নের সারণি ১.২ এ দেখানো হলোঃ

সারণি-১০.১৩ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক বিদ্যুৎ ক্রয়-বিক্রয়ের পরিমাণ

মাস/বছর	বিদ্যুৎ আমদানি (ক্রয় - মেগাওয়াট ঘন্টা)		বিদ্যুৎ রপ্তানি (বিক্রয়/ব্যবহার - মেগাওয়াট ঘন্টা)						৭০ টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর গড় সিস্টেম লস (%)	
২০১১-১২	গ্রিড মিটার	উপকেন্দ্র	আবাসিক	শিল্প	বানিজ্যিক	কৃষি	অন্যান্য	মোট	গ্রিড	উপকেন্দ্র
জুলাই'১১	১২২২১৪৬	১১৭৬১১৭	৫৮৫৭৩৮	২৯৭৪৯৫	৯০১১৫	৩২৪৮৮	১২৩৭	১০০৭০৭৩	১৭.৬০	১৪.৩৭
আগস্ট'১১	১২৭৩৪৬৪	১২২৩৯২৫	৬১৭৭৯৪	২৮০২৩৬	৯১৮০১	২৩৩৯৮	১২৫৫	১০১৪৪৮৪	২০.৩৪	১৭.১১
সেপ্টেম্বর'১১	১২১৬৩০৩	১১৭১৬৩৮	৭১৫৭৫০	২৩৭৭৩৬	৯৭৩৩২	২৪৩৯১	১২৭৩	১০৭৬৪৮২	১১.৫০	৮.১২
অক্টোবর'১১	১২১৪৭১২	১১৭০৪৭৬	৬২৯৯৪৮	২৯৫৪৮৭	৯৫১২২	৪০১১১	১৩২৬	১০৬১৯৯৪	১২.৫৭	৯.২৭
নভেম্বর'১১	৯৮৯৫২৬	৯৬৪৩২৫	৫৫৬৪০৩	২৩৪৯২৪	৮৯৮৯৪	৩৬৪১১	১২৬২	৯১৮৮৯৪	৭.১৪	৪.৭১
ডিসেম্বর'১১	১০৪৯৩৮৯	১০১৩৫৮০	৪৭৪৭৮৪	৩০৫৭১৫	৮০৯৮৭	৩৭১৮৮	১২২৩	৮৯৯৮৯৭	১৪.২৫	১১.২২
জানুয়ারি'১২	১১৯৮০৩১	১১৫৩৮৮০	৪৯৪২২৪	৩০৭৯৬৩	৮২৯০৪	১৬৬২৫৪	১২৬০	১০৫২৬০৪	১২.১৪	৮.৭৮
ফেব্রু'১২	১২২০৬৩৯	১১৮১৫৬৪	৪৭০৮১৫	২৭৪৬৯৮	৭৮৮১৭	২৮০৫০২	২০৬৩	১১০৬৮৯৫	৯.৩২	৬.৩২
মার্চ'১২	১২৯৮৭৩৪	১২৪২৬৮৯	৪২৪৫৭৪	২৮৬৮৮৭	৭৫২৩৩	৩০২৮৫২	১৮৯১	১০৯১৪৮৭	১৫.৯৬	১২.১৭
এপ্রিল'১২	১১২৬০৮৩	১০৮২৫০৩	৪৫৬৭২২	২৬৩০৬১	৭৪৭৬৪	১৯১৭৪৩	১২৩৪	৯৮৭৫২৪	১২.৩০	৮.৭৭
মে'১২	১১১৬১৬১	১১৭২৭৭৮	৫০৭৯৮৮	৩৩৩৫৩১	৮১৭২৫	৭৩০৬৩	১২৮৭	৯৯৭৫৯৪	১৭.৯৭	১৪.৯৪
জুন'১২	১২৩৮৭১৭	১১৯০৩৪৩	৬৪৩৫২২	২৯০১৫৬	৯০৯০৫	২৮৮৮৯	১৩৮৪	১০৫৪৮৫৬	১৪.৮৪	১১.৩৮
জুলাই'১২	১৪৮২৮৪১	১৪২১৫৬২	৬৮১২৭৮	৩৫০৩৭৬	৯৮৮০৭	৩৮৭৪৮	১৩৫১	১১৭০৭৬০	২১.০৫	১৭.৬৪
আগস্ট'১২	১৫৩৩৮৬৭	১৪৭০২৫৯	৭৯০৪৯৩	২৮০৭৫৫	১০৬৩০১	৪৮৪৭০	১৩২৯	১২২৭৩৪৮	১৯.৯৮	১৬.৫২
সেপ্টে'১২	১৩৭৩২৭৮	১৩২৮৪৬৯	৮১০৮৬৮	২৯৪৮১৮	১০৩১০২	৩১৯৪৫	১৩৯৯	১২৪২১৩২	৯.৫৫	৬.৫০
অক্টোবর'১২	১২৮২৫৮৩	১২৩৭৭৮১	৬৭৭৭২৭	৩০২৭২৯	৯৭১৬৬	৩৯৫০৫	১৩২৪	১১১৮৪৫১	১২.৮০	৯.৬৪
নভেম্বর'১২	১০৪০৫২৫	১০১৭৫৬৮	৬০৮৫২৭	২৬৯৫৭৬	৯১৪৬৩	২৩১৭৮	১৩২৩	৯৯৪০৬৭	৪.৪৬	২.৩১
ডিসেম্বর'১২	১০৬০০৪৬	১০২৬৩৪৫	৪৮৬৪৪৪	৩৩৩৫০৯	৮২৭১০	৩১২৯৭	১৩১৭	৯৩৫২৭৭	১১.৭৭	৮.৮৭

উৎসঃ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি), বিদ্যুৎ বিভাগ।

বিদ্যুৎ ক্রয় বিক্রয়ের উপর দেনা-পাওনা

বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (বিউবো) হতে বিদ্যুৎ ক্রয় এবং ক্রীত বিদ্যুৎ বিভিন্ন গ্রাহকের নিকট বিক্রয়ের ফলে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এর বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড-এর নিকট দেনা, গ্রাহকদের নিকট পাওনা পরিস্থিতি, বিদ্যুৎ ক্রয় বিক্রয়ের উপর দেনা-পাওনা এবং বিদ্যুৎ বিল আদায়ের পরিসংখ্যান নিম্নের সারণি ১০.১৩ এ দেখানো হলোঃ

সারণি-১০.১৪ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক বিদ্যুৎ ক্রয়-বিক্রয়ের উপর দেনা-পাওনার পরিসংখ্যান

অর্থ বছর	আদায়যোগ্য পাওনা (আদায়যোগ্য মাস)	পাওনা (হাজার টাকায়)	বিদ্যুৎ ক্রয় বাবদ দেনা (১২ মাসের গড়) (হাজার টাকায়)
২০০০-০১	২.২৩	১৮৬৪১২৪	*৫৮০৭৯৫
২০০১-০২	২.২১	২৩৪৯৯৫৯	৭৬৭১০০
২০০২-০৩	১.৯২	২৬৮১৭৭	১০৪৯৫৭৯
২০০৩-০৪	১.৮১	৩০২২২২৪	১২১৩৮২০
২০০৪-০৫	১.৮৫	৩৪৪৬৬৫৮৫	১৩২৪০৮১
২০০৫-০৬	২.০০	৪২৮৮৯৩৯	১৫২৮৫৬৬
২০০৬-০৭	১.৭২	৩৭৪৩১৫৮	১৫৪৩৩৯৮
২০০৭-০৮	১.৫৪	৩৭৬৫৬৫১	১৭৫০১৭০
২০০৮-০৯	১.৫৫	৪০৮১৭৯৫	২১০৮৮৬৪

অর্থ বছর	আদায়যোগ্য পাওনা (আদায়যোগ্য মাস)	পাওনা (হাজার টাকায়)	বিদ্যুৎ ক্রয় বাবদ দেনা (১২ মাসের গড়) (হাজার টাকায়)
২০০৯-১০	১.৫৩	৪৭৭০৪৯১	২৫০২২৯২
২০১০-১১	১.৪৮	৫২৩২৫৯৪	২৭২৬৭৮৮
২০১১-১২ (ডিসেম্বর'১২ পর্যন্ত)	১.৭১	৯৮২৬৫১০	৪৯০২৩৭২

উৎসঃ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি), বিদ্যুৎ বিভাগ।

* MIS এর Cost of Power purchased কে পাওনা বিবেচনা করে।

* MIS এর Total receivable amount কে পাওনা বিবেচনা করে।

বিদ্যুৎ বিল আদায়

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের বিদ্যুৎ বিল আদায়ের মান সন্তোষজনক। ২০০০-০১ হতে ২০১১-১২ অর্থবছরের ডিসেম্বর'১২ পর্যন্ত পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডকর্তৃক বিদ্যুৎ বিল আদায়ে সাফল্যের পরিসংখ্যান নিম্নের সারণি ১.৪ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১০.১৫ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক বিদ্যুৎ বিল আদায়ের পরিসংখ্যান

অর্থ বছর	বিলের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	সংগ্রহের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	বিল সংগ্রহের শতকরা হার
২০০০-০১	১০৮০১৭.৯৫	১০২৬৮৬.৬৬	৯৬%
২০০১-০২	১১২৯১৯.৯০	১১০৮৭৬.০৪	৯৮%
২০০২-০৩	১৬৭৫৬৬.৬৮	১৬০০৪৭.৭৮	৯৮%
২০০৩-০৪	২০০২২৬.৬	১৯৬২২২.০৬৮	৯৮%
২০০৪-০৫	২২৪০৪৪.৩২	২১৯৫৬৩.৪৩	৯৮%
২০০৫-০৬	২৫৭৩৫৬.৯২	২৪৫৯৮১.৭৪	৯৫.৫৮%
২০০৬-০৭	২৬১৩১৯.০৮	২৬৩২০০.৫৮	১০০.৭২%
২০০৭-০৮	২৯২৮৩০.৭২	২৯৩৫৯২.০৭	১০০.২৬%
২০০৮-০৯	৩১৬২৪৯.১০	২৯২৮৪৬.৯০	৯৮.৮২%
২০০৯-১০	৩৭৪৫৯৮.৮৪	৩৬৬৯১৯.৫৬	৯৭.৯৫%
২০১০-১১	৪২৪৭৪১.২০	৪১৮১১৫.২৪	৯৮.৪৪%
২০১১-১২	৫৫৯৯৩৫.৫০	৫৩৭৬৩০.২৩	৯৬.০২%
২০১২-১৩ (ডিসেম্বর'১২ পর্যন্ত)	৩৭৫৪৫৫.২২	৩৪৯৩৯০.৩৯	৯৩.০৬%

উৎসঃ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি), বিদ্যুৎ বিভাগ।

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতায় পরিবেশ ও তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়ন ও প্রসার

- বিদ্যুতের বিদ্যমান সঞ্চালন ও বিতরণ লাইন ব্যবহারের মাধ্যমে সারা দেশে ফাইবার অপটিক নেটওয়ার্ক (Fibre Optic Network) স্থাপনের জন্য এর সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ সংস্থাসমূহের বিদ্যমান অবকাঠামো ব্যবহারপূর্বক যৌথ বিনিয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড-কে ফোকাল পয়েন্ট নিযুক্ত করে Fibre Optic Network স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

- এ পর্যন্ত মোট ৭০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি (পবিস)-তে বিলিং সফটওয়্যার, পে-রোল সফটওয়্যার, এমআইএস, ইআরসি, স্টোর ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- ১৮টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে GIS সফটওয়্যার ব্যবহৃত হচ্ছে, যা পর্যায়ক্রমে বিদ্যমান ৭০টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিতে চালু করার মাধ্যমে গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি করা হবে।
- পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট ও স্ব স্ব দপ্তরে LAN এর সংযোগ রয়েছে।
- পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড -এর নিজস্ব ওয়েব সাইট www.reb.gov.bd এর মাধ্যমে নিয়মিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিসহ অন্যান্য তথ্য প্রকাশ করা হয়।
- পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের অধীনে ৭০টি পবিসের নিজস্ব website বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- On line Application Software এর মাধ্যমে ৪৪টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এর বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন গ্রহণ করা হচ্ছে। বাকি ২৬টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-এ এই কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে।
- টেলিটক বাংলাদেশ লিঃ এর সহায়তায় এসএমএস-এর মাধ্যমে ৬৪টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-এর বিদ্যুৎ বিল গ্রহণ করা হচ্ছে। অবশিষ্ট ৬টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-এ বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে।
- সাতক্ষীরা, নরসিংদী-২, সিরাজগঞ্জ, যশোর-১, যশোর-২ এ ৫টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির আওতাধীন ৪৯টি ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে বিদ্যুৎ বিল আদায় করা হচ্ছে।

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প

পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের সম্প্রসারণ, বিদ্যমান বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার ও বিদ্যুৎ সাশ্রয়কল্পে বর্তমান সরকার ১৩টি প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ১৩টি প্রকল্পের মধ্যে ০১ টি বিদ্যুৎ সাশ্রয় সংক্রান্ত প্রকল্প, ১টি বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র স্থানান্তর প্রকল্প, ৭ টি বিতরণ লাইন সম্প্রসারণ প্রকল্প, ১টি ৩৩ কেভি লাইন নির্মাণ প্রকল্প, ১ টি বিদ্যমান বিতরণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও ক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প এবং ২ টি নবায়নযোগ্য জ্বালানি সংক্রান্ত প্রকল্প (যার মধ্যে সৌর বিদ্যুতের মাধ্যমে সেচ পাম্পের ১টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে)। আলোচ্য প্রকল্পসমূহের মধ্যে বিদ্যুৎ বিভাগের আওতায় বর্তমানে ১২টি প্রকল্পের আওতায় চলতি ২০১১-১২ অর্থ বছরের ডিসেম্বর'১২ পর্যন্ত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ৮২৪.০৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে, যার মাধ্যমে নতুন নতুন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় আনা সম্ভব হবে। এছাড়া বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের জলবায়ু পরিবর্তন ও ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় ১৫টি উপজেলা কমপ্লেক্সে "Electricity in local area (Upazila Complex) by using Solar Energy"।

চলমান প্রকল্পসমূহের মধ্যে ৭টি বিতরণ লাইন সম্প্রসারণ প্রকল্পে সম্ভাব্য ব্যয় হবে প্রায় ৭,৫১৫ কোটি টাকা। এ প্রকল্প সমূহের মাধ্যমে ৬৫,৯৫৬ কিঃ মিঃ নতুন লাইন নির্মাণ / নবায়ন ও ২৩৫ টি বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র নির্মাণ / ক্ষমতা বর্ধনের মাধ্যমে বিভিন্ন শ্রেণীর মোট ২৫লক্ষ ২৮হাজার নতুন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদানের পরিকল্পনা রয়েছে এবং এ প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম চলমান আছে।

অধিকন্তু, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের ৬৫,০০০ ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবারকে বিভিন্ন সামাজিক সেবা প্রদানের পাশাপাশি পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতায় বিভিন্ন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির মাধ্যমে আশ্রয়ণ প্রকল্পভুক্ত গ্রামে বিদ্যুতায়নের কাজ চলমান আছে।

এছাড়া, পল্লী বিদ্যুতায়ন কার্যক্রমের আওতাধীন বিদ্যমান বিতরণ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে ঢাকা ও চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগের বিদ্যমান বিতরণ ব্যবস্থার ক্ষমতাবর্ধন ও উন্নীতকরণ সংক্রান্ত ২টি প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এ দু'টি প্রকল্পে বৈদেশিক মুদ্রার অর্থায়ন অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। এ দু'টি প্রকল্পের আওতায় ঢাকা, চট্টগ্রাম-সিলেট বিভাগের ৩৭টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এলাকায় ৪,৬৪৫ কিঃ মিঃ ৩৩/১১ কেভি নতুন লাইন নির্মাণ ও বিদ্যমান লাইনের ক্ষমতা বর্ধন করা হবে। এছাড়াও, ৮০টি নতুন উপকেন্দ্র নির্মাণ ও ১৬টি নদী ক্রসিং টাওয়ার নির্মাণ করা হবে।

বিদ্যুৎ খাতে বেসরকারি বিনিয়োগ

(ক) নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রযুক্তির প্রসার

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড ১৯৯৩ সালে সর্বপ্রথম বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রম শুরু করে। শুরু থেকে ডিসেম্বর'২০১২ পর্যন্ত পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের আওতাধীনে বিভিন্ন প্রকল্প ও নতুন বিদ্যুৎ সংযোগের মাধ্যমে ২৪,১২৪ টি সোলার হোম সিস্টেম, ২ টি Roof-top PV Solar Plant, ৫ অংশশক্তিক্ষমতা সম্পন্ন ৪০ টি সোলার সেচ পাম্প স্থাপন করা হয়েছে, যা হতে উৎপাদিত মোট বিদ্যুতের পরিমাণ প্রায় ২ মেগাওয়াট পিক। দেশের যে সমস্ত এলাকায় প্রচলিত বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থায় গ্রিড লাইন নির্মাণ দুরূহ এবং

সময়সাপেক্ষ সে সমস্ত এলাকায় সৌর বিদ্যুৎ প্লান্ট স্থাপন করে বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং গ্রিড এলাকাসমূহে দিনের বেলায় সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার করে গ্রিড বিদ্যুৎ ও জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের উপর চাপ কমানো, বিকল্প জ্বালানি ব্যবহারে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ ও সচেতন করা নবায়নযোগ্য জ্বালানী কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য।

বর্তমানে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড -এর আওতায় ২টি নবায়নযোগ্য জ্বালানি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন আছে। দক্ষিণ কোরিয়া সরকারের আর্থিক সহায়তায় SPIP & SHS প্রকল্পের বিপরীতে ১,২৫০ টি সোলার হোম সিস্টেম স্থাপনের কাজ চলছে। জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় ১৫ টি উপজেলা কমপেক্স-এ ২৫ থেকে ৩০ কিলোওয়াট পিক ক্ষমতা সম্পন্ন সোলার প্লান্ট স্থাপনের প্রকল্প কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

এছাড়া আরো ৬ টি ভিন্ন প্রকল্প প্রস্তাব (যেমন-২৫,০০০টি সোলার হোম সিস্টেম, ৭০ টি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি সদর দপ্তরে সৌর বিদ্যুৎ প্লান্ট স্থাপন, ২৪০ টি উপজেলায় একটি ইউনিয়নে একটি করে ধর্মীয় ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সৌর বিদ্যুৎ প্লান্ট স্থাপন, দূরবর্তী ও দুর্গম এলাকায় সোলার মিনিগ্রিড স্থাপন প্রভৃতি) অনুমোদনের জন্য মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। এ সকল প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদিত হলে আগামী জুন

২০১৭ সালের মধ্যে এ সমস্ত প্রকল্পের আওতায় প্রায় ১০.০৫ মেগাওয়াট পিক বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে।

এছাড়াও, গ্রাহক সচেতনতা বৃদ্ধি ও সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহারে উৎসাহী করতে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড র পক্ষ হতে বিজ্ঞাপন প্রচার, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, লিফলেট বিতরণ, ৭০ টি পবিসে সোলার তথ্য কেন্দ্রের স্থাপনের মাধ্যমে আগ্রহী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে সোলার প্লান্ট/ সিস্টেম স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি কার্যক্রমের উপর এযাবৎ প্রায় ৭০০ জন কর্মকর্তা/ কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(খ) বিদ্যুৎ উৎপাদন

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড এবং কয়েকটি পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির অর্থায়নে রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিঃ (আর পি সি এল) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ময়মনসিংহ জেলার শালুগঞ্জ ২১০ মেগাওয়াট (কম্বাইন্ড সাইকেল) এবং গাজীপুর জেলার কড্ডায় ৫৫ মেগাওয়াট (ডুয়েল-ফুয়েল) অর্থাৎ সর্বমোট ২৬৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হচ্ছে। চট্টগ্রাম পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এর রাউজানে স্থাপিত ২৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয়েছে। আরও বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে

সারণি ১০.১৬ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড -এর আওতায় স্বতন্ত্র বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন

ক্রমিক নং	পল্লী বিদ্যুৎ সমিতির নাম	বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা (মেগাওয়াট)	জ্বালানির ধরণ	বানিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের তারিখ	মন্তব্য
১	নবাবগঞ্জ পাওয়ার প্লান্ট	৫৫.০০	ফার্নেস অয়েল	ডিসেম্বর'২০১৩	PPA, IA & LLA স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন।
২	মানিকগঞ্জ পাওয়ার প্লান্ট	৫৫.০০	ফার্নেস অয়েল	ডিসেম্বর'২০১৩	PPA, IA & LLA স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন।
৩	মুন্সিগঞ্জ পাওয়ার প্লান্ট	৫৩.৯৭২	ফার্নেস অয়েল	ডিসেম্বর'২০১৩	ক) PPA, IA & LLA স্বাক্ষর প্রক্রিয়াধীন খ) বিজ্ঞাখস মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক বিপিডিবি এর সাথে সম্পর্কিত কেন্দ্রীয় মধ্য পিপিএ চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে।

উৎসঃ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড (আরইবি), বিদ্যুৎ বিভাগ।

এছাড়াও, আইপিপিভিত্তিক ১২টি দেশি কোম্পানির মাধ্যমে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড -এর উদ্যোগে BOO (Build, Own & Operate) ভিত্তিতে ৯টি স্থানে পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড -এর আওতাধীন পল্লী বিদ্যুৎ সমিতিসমূহের ৩৩ কেভি লাইনে সরাসরি মোট ২২৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ গ্রহণ করা হচ্ছে। ৩(তিন) টি আইপিপি থেকে মুন্সীগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি, ঢাকা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২ এবং মানিকগঞ্জ পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি এলাকার প্রতিটিতে ৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে এবং এ সকল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে ডিসেম্বর ২০১৩ নাগাদ বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হবে বলে আশা করা যায়।

তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ সেক্টর

দেশের জ্বালানি চাহিদা পূরণ, তেল ও গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধান/আবিষ্কার, উত্তোলন, উন্নয়ন ও মূল্যায়ন করে জ্বালানি মজুদ বৃদ্ধি করা তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ খাতের মূল উদ্দেশ্য। জ্বালানির জন্য প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর একক নির্ভরতা হ্রাস, জ্বালানি-মিশ্র এবং বিকল্প/নবায়নযোগ্য জ্বালানির ব্যবহার উৎসাহিতকরণ, দেশের প্রাকৃতিক জ্বালানি মজুদ বৃদ্ধির জন্য অনুসন্ধান/আবিষ্কার কার্যক্রম জোরদার করা, গ্যাস উৎপাদন, সঞ্চালন এবং বিতরণ কর্মকাণ্ডের মধ্যে সমন্বয় সাধনের পাশাপাশি তেল-গ্যাস অনুসন্ধান, উৎপাদন এবং বিতরণ কাজে বেসরকারি খাতকে উৎসাহিতকরণ ইত্যাদি এ খাতের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য।

প্রাকৃতিক গ্যাস মজুদ

প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি সম্পদ, যা দেশের মোট বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের শতকরা প্রায় ৭৩ ভাগ পূরণ করে। এ যাবৎ দেশের আবিষ্কৃত মোট গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা ২৫টি। সম্প্রতি পেট্রোবাংলা কর্তৃক গ্যাস ক্ষেত্রসমূহের প্রাথমিক মজুদ নতুন করে নির্ধারণ করা হয়েছে। বর্তমানে মোট প্রাক্কলিত গ্যাস মজুদের (GIIP) পরিমাণ ৩৭.৬৮০ ট্রিলিয়ন ঘনফুট এবং উত্তোলনযোগ্য প্রমাণিত এবং সম্ভাব্য (P1+P2) মজুদের পরিমাণ ২৭.০৩৮ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত প্রকৃত গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১০.৯১৫ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। ফলে জানুয়ারি ২০১৩ সময়ে উত্তোলনযোগ্য নিট মজুদের পরিমাণ ১৬.৩৬৩ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। নিম্নের সারণি ১০.১৬তে দেশে গ্যাস মজুদের পরিমাণ দেখানো হলোঃ

সারণি ১০.১৭ দেশে গ্যাস মজুদের পরিমাণ

গ্যাস ক্ষেত্র	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	প্রাথমিক মোট মজুদ (GIIP)	প্রাথমিক উত্তোলনযোগ্য মজুদ	গ্যাস উৎপাদন (জুলাই '১২-ডিসেম্বর'১২)	ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন (ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত)	অবশিষ্ট
বাখরাবাদ	৫	১৭০১.০	১২৩১.৫	৪.৯০	৭৩৫.১৩	৪৯৬.৩৯
হবিগঞ্জ	৯	৩৬৮৪.০	২৬৩৩.০	৩৫.৬৫	১৯৩০.২৫	৭০২.৭৫
কৈলাশটিলা	৬	৩৬১০.০	২৭৬০.০	১৩.৫৭	৫৭৭.১৫	২১৮২.৮৫
রশিদপুর	৫	৩৬৫০.০	২৪৩৩.০	৭.২৩	৫০৯.৮৩	১৯২৩.১৭
সিলেট	১	৩৭০.০	৩১৮.৯	১.৪৯	১৯৮.৮৭	১২০.০৩
তিতাস	১৫	৮১৪৮.৯	৬৩৬৭.০	৬৯.১৪	৩৫৩৭.৫৪	২৮২৯.৪৬
নরসিংদী	২	৩৬৯.০	২৭৬.৮	৪.৬১	১৩৮.৪৭	১৩৮.৩৩
মেঘনা	১	১২২.১	৬৯.৯	১.৫৫	৪৪.২৯	২৫.৬১
সাজু	৩	৮৯৯.৬	৫৭৭.৮	৩.৩১	৪৮৫.৭৮	৯১.৯৯
সালদানদী	৩	৩৭৯.৯	২৭৯.০	২.৬৫	৫৩.৯৯	২২৫.০১
জালালাবাদ	৪	১৪৯১.০	১১৮৪.০	৩৪.০২	৭২১.৩০	৪৬২.৭০
বিয়ানীবাজার	২	২৩০.৭	২০৩.০	১.৯৩	৭৩.৪০	১২৯.৬০
ফেঞ্চুগঞ্জ	৩	৫৫৩.০	৩৮১.০	৫.৭০	৯৫.০৯	২৮৫.৯১
মৌলভীবাজার	৪	১০৫৩.০	৪২৮.০	১২.৫৮	২১১.৪২	২১৬.৫৮
বিবিয়ানা	১২	৭৪২৭.০	৫৭৫৪.০	১১৭.৭৪	১২৬৭.৫৭	৪৪৮৬.৪৩
বাঞ্ছুরা	৪	১১৯৮.০	৫২২.০	১৪.২৪	২১১.৩০	৩১০.৭০
শাহবাজপুর	২	৬৭৭.০	৩৯০.০	১.১৯	৭.০৫	৩৮২.৯৫
সেমুতাং	১	৬৫৩.৮	৩১৭.৭	১.৪৬	৪.২৮	৩১৩.৪২
সুন্দলপুর	১	৬২.২	৩৫.১	১.৫১	২.৬৪	৩২.৫০
শ্রীকাইল			১৬১.০			১৬১.০০
উপমোট		৩৬২৮০.২০	২৬৩২২.৭৩	৩৩২.০৭	১০৮০৫.৩৭	১৫৫১৭.৩৬

গ্যাস ক্ষেত্র	উৎপাদনরত কূপ সংখ্যা	প্রাথমিক মোট মজুদ (GIIP)	প্রাথমিক উত্তোলনযোগ্য মজুদ	গ্যাস উৎপাদন (জুলাই '১২- ডিসেম্বর'১২)	ক্রমপুঞ্জিত উৎপাদন (ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত)	অবশিষ্ট
উৎপাদনে যায় নাইঃ						
বেগমগঞ্জ		৩৯.০	২১.০	০	০.০০	২১.০
কুতুবদিয়া		৬৫.০	৪৫.৫	০	০.০০	৪৫.৫
উৎপাদন স্থগিত:						
ছাতক		১০৩৯.০	৪৭৩.৯	০	২৬.৪৬	৪৪৭.৫৪
কামতা		৭১.৮	৫০.৩	০	২১.১	২৯.২
ফেনী		১৮৫.২	১২৫.০	০.০০	৬২.৪	৬২.৬০
মোট	৮৩	৩৭৬৮০.২	২৭০৩৮.৫৩	৩৩২.০৭	১০৯১৫.৩৩	১৬১২৩.২

এককঃ বিলিয়ন ঘনফুট

উৎসঃ পেট্রোবাংলা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

প্রাকৃতিক গ্যাসের উৎপাদন এবং খাতওয়ারি ব্যবহার

বর্তমানে দেশে ১৯টি গ্যাস ক্ষেত্রের ৮৩টি কূপ হতে গ্যাস উৎপাদিত হচ্ছে। এ ১৯টি গ্যাস ক্ষেত্র হচ্ছেঃ তিতাস, বাখরাবাদ, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা, সিলেট, নরসিংদী, মেঘনা, সালদানদী, সাঙ্গু, জালালাবাদ, মৌলভীবাজার, বিয়ানীবাজার, ফেঞ্চুগঞ্জ, ফেনী, বাংগুরা, শাহবাজপুর, সেমুতাং এবং বিবিয়ানা। উল্লেখ্য, ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত গ্যাস উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৭৪৩.৫৭ বিলিয়ন ঘনফুট। বিদ্যুৎ উৎপাদন, সার-কারখানা, বাণিজ্যিক, শিল্প ও গৃহস্থালী খাতে জ্বালানির প্রধান উৎস হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস। নিম্নের সারণিতে ১৯৯০-৯১ থেকে ২০১২-১৩ (ডিসেম্বর, ২০১২) পর্যন্ত খাতওয়ারি প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহারের চিত্র তুলে ধরা হলঃ

সারণি ১০.১৮ খাতওয়ারি প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার (১৯৯০/৯১ - ডিসেম্বর, ২০১২ পর্যন্ত)

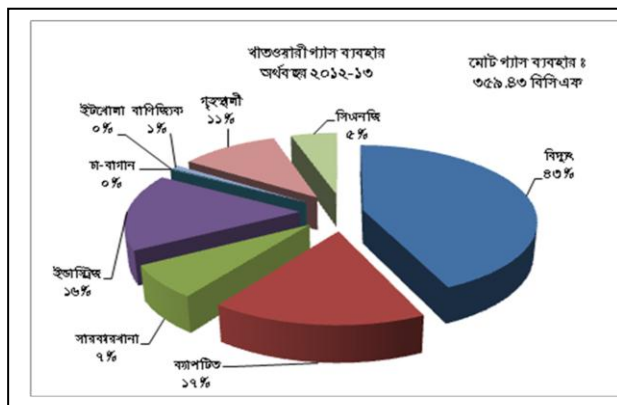
খাত/বছর	উৎপাদন	বিদ্যুৎ	ক্যাপটিভ	সার	শিল্প	চা-বাগান	ইটখোলা	বাণিজ্যিক	গৃহস্থালী	সিএনজি	মোট ব্যবহার
১৯৯০/৯১	১৭২.৮৪	৮২.৬		৫৪.২	১৩.২	০.৭	০	২.৯	১০.৫	০	১৬৪.১
১৯৯১/৯২	১৮৮.৪৮	৮৮.১		৬১.৬	১৩.৪	০.৭	০.২	২.৯	১১.৬	০	১৭৮.৫
১৯৯২/৯৩	২১০.৯৮	৯৩.৩		৬৯.২	১৫.২	০.৭	০.২	২.৪	১৩.৫	০	১৯৪.৫
১৯৯৩/৯৪	২২৩.৭৬	৯৭.৩		৭৪.৫	২০.২৬	০.৭	১.১	২.৮৭	১৫.৪	০	২১২.১৩
১৯৯৪/৯৫	২৪৭.৩৮	১০৭.৪		৮০.৫	২৪.২৪	০.৬	১.১	২.৮৮	১৮.৮৬	০	২৩৫.৫৮
১৯৯৫/৯৬	৩৬৫.৫১	১১০.৯		৯০.৯৮	২৭.৩১	০.৭২	০.৯৯	৩	২০.৭১	০	২৫৪.৬১
১৯৯৬/৯৭	২৬০.৯৯	১১০.৮২		৭৭.৮৩	২৮.৬২	০.৭১	০.৪৮	৪.৪৯	২২.৮৪	০	২৪৫.৭৯
১৯৯৭/৯৮	২৮২.০২০	১২৩.৪৪৭	০.০০০	৭৯.৯৯১	৩২.১০৫	০.৭৪৩	০.৩৯২	৩.৪৫৩	২৫.২২১	০.০০০	২৬৫.৩৫২
১৯৯৮/৯৯	৩০৭.৪৮০	১৪০.৮৩৭	০.০০০	৮২.৭৩০	৩৫.৭৭৮	০.৭১০	০.৩৪৭	৩.৬৫২	২৭.১৮৩	০.০০০	২৯১.২৩৭
১৯৯৯/০০	৩৩২.৩৫০	১৪৯.২৫৫	০.০০০	৮৪.৮৯৪	৪১.৩৭২	০.৬৭১	০.৩৫০	৩.৮৩৬	২৯.৬৭৬	০.০০০	৩১০.০৫৪
২০০০/০১	৩৭২.১৬০	১৭৫.২০৪	০.০০০	৮৮.৪৬৪	৪৮.০৯৬	০.৬৩২	০.৪৩৭	৪.০৬৬	৩১.৮৭২	০.০০০	৩৪৮.৭৭২
২০০১/০২	৩৯১.৫৩০	১৮৫.৯৫৬	২১.৬০০	৭৮.৮২৪	৩৫.৯৩৮	০.৭২৬	০.৫৩০	৪.২৫০	৩৬.৭৬২	০.০০০	৩৬৪.৫৮৫
২০০২/০৩	৪২১.১৬০	১৮৬.২৪৯	২৬.১৮২	৯৫.৯০৩	৪১.৭৫৩	০.৭৪৩	০.৫২৪	৪.৫১৫	৪৪.৮২৮	০.০০৩	৪০০.৭০০
২০০৩/০৪	৪৫৪.৫৯০	১৯৯.৪১০	৩১.৯২৫	৯২.৮০৩	৪৬.৩৬৭	০.৮১৮	০.১৯০	৪.৭৯৫	৪৯.২৫৬	১.৯৩৭	৪২৭.৫০১
২০০৪/০৫	৪৮৬.৭৫০	২১১.০২৩	৩৭.৭৯৩	৯৩.৯৮৬	৫১.৪১৭	০.৭৯৮	০.০০০	৪.৮৬২	৫২.৬৬৯	৩.৬৩৩	৪৫৬.১৮০
২০০৫/০৬	৫২৬.৭২০	২২৪.৩৯৪	৪৮.৮৬২	৮৯.০৮৬	৬৩.২৬১	০.৭৫৬	০.০০০	৫.২০৮	৫৬.৭৪৭	৬.৮২৮	৪৯৫.১৪২
২০০৬/০৭	৫৬২.২১০	২২১.১৩৯	৬২.৫১২	৯৩.৪৭২	৭৭.৪৭৯	০.৭৫০	০.০০০	৫.৬৬২	৬৩.২৫০	১১.৯৯৫	৫৩৬.২৫৮
২০০৭-০৮	৬০০.৮৬০	২৩৪.২৮৩	৮০.২২৬	৭৮.৬৬৭	৯২.১৯১	০.৭০৫	০.০০০	৬.৫৯৬	৬৯.০২৩	২২.৮১৬	৫৮৪.৫০৮

২০০৮-০৯	৬৫৩.৭	২৫৬.৮৪৩	৯৫.০০৮	৭৪.৮৩২	১০৪.৫৯৫	০.৫৯৬	০.০০০	৭.৪৮৮	৭৩.৩৮৯	৩১.২০৭	৬৪৩.৯৫৯
২০০৯-১০	৭০৩.৬	২৮৩.১৪৬	১১২.৬১	৬৪.৭১৯	১১৮.৮১১	০.৮০৪	০	৮.১১৯২	৮২.৬৮৭	৩৯.৩৩১	৭১০.২২৯
খাত/বছর	উৎপাদন	বিদ্যুৎ	ক্যাপটিভ	সার	শিল্প	চা-বাগান	ইটখোলা	বাণিজ্যিক	গৃহস্থালী	সিএনজি	মোট ব্যবহার
২০১১-১২	৭৪৩.৫৭	২৯২.৮	১১৬.৪	৫০.১	১২৮.৪৫	০.৮	০	৭.৮	৮১.৩	৩৫.৫	৭০৩.৮
২০১২-১৩*	৩৩২.০৭	১৫৫.১৪	৬০.৫২	২৪.৯৪	৫৮.৬৪	০.৫০	০	৩.০৯	৩৮.৪২	১৮.১৭	৩৫৯.৪৩

এককঃ বিলিয়ন ঘনফুট

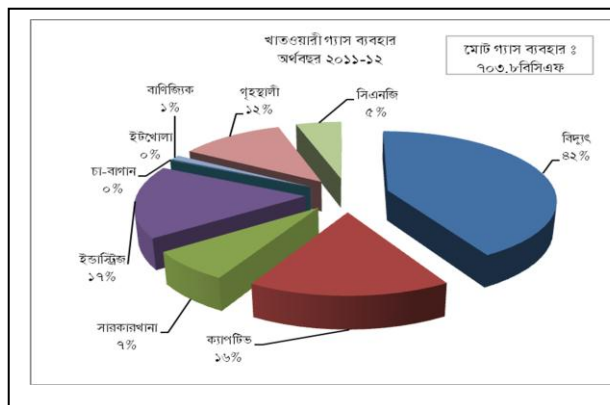
উৎসঃ পেট্রোবাংলা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ। *ডিসেম্বর ২০১২ পর্যন্ত।

লেখচিত্র ১০.৯ খাতওয়ারি গ্যাস ব্যবহার (২০১২-১৩)



উৎসঃ পেট্রোবাংলা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

লেখচিত্র ১০.১০ খাতওয়ারি গ্যাস ব্যবহার (২০১১-১২)



প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা

দেশের ক্রমবর্ধমান গ্যাস চাহিদার কথা বিবেচনা করে মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার আওতায় ডিসেম্বর ২০১৫ শেষে দৈনিক ২৮০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তাছাড়াও জরুরী ভিত্তিতে ২০১৩ সাল নাগাদ ৫০০ এমএসসিএফডি এলএনজি আমদানি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। গৃহীত পরিকল্পনার সফল সমাপনান্তে দৈনিক গ্যাস উৎপাদন ক্ষমতা ৪৮০০ মিলিয়ন ঘনফুটে দাঁড়াবে বলে আশা করা যায়। নিম্নের সারণিতে খাতওয়ারি প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা দেখানো হলঃ

সারণি ১০.১১ খাতওয়ারি প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা (২০১২-১৫)

	২০১১-১২ (প্রকৃত)	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫
বিদ্যুৎ	২৯২.৮	৩৫০.৫	৩৭৮.৫	৪১৬.৪
ক্যাপটিভ পাওয়ার	১১৬.৪	১৮৮.৬	২১৬.৯	২৩৪.৩
সার	৫০.১	৯৪.০	৯৪.০	৯৪
শিল্প	১২৮.৪৫	২১৪.৪	২৪৬.৫	২৫৮.৮
বাণিজ্যিক	৭.৮	১১.৭	১২.৬	১৩
ইটখোলা	০	০.০	০.০	০
গৃহস্থালী	৮১.৩	১২৪.৮	১৩৯.৮	১৪৮.২
চা বাগান	.৭৬	১.০	১.০	১
সিএনজি	৩৫.৫	৫৬.৫	১১৩.০	১২০.৯
সিস্টেম লস*		২০	২০.০	২০
মোট	৭১২.৪২	১০৬১.৫	১২২২.৪	১৩০৬.৫

এককঃ বিলিয়ন ঘনফুট

উৎসঃ পেট্রোবাংলা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ *নিজস্ব ব্যবহারসহ

খনিজ সম্পদ

বর্তমানে যে সকল খনিজ পদার্থের জন্য খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি) কর্তৃক অনুসন্ধান লাইসেন্স, খনি ইজারা ও কোয়ারি ইজারা প্রদান করা হয় সেগুলো হলো, কয়লা, পিট, কোল বেড মিথেন, খনিজ বালু, ধাতব খনিজ, সাদা মাটি, সিলিকা বালু, সাধারণ পাথর, চুনা পাথর ও ক্লে / শেল।

কয়লাঃ দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলায় কয়লা এবং কঠিন শিলা উত্তোলনের জন্য ১৯৯৪ সালে খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো হতে যথাক্রমে বড়পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোং লিঃ এবং মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিঃ (পেট্রোবাংলার দু'টি কোম্পানি) এর অনুকূলে খনি ইজারা মঞ্জুর করা হয়। বর্তমানে বড়পুকুরিয়া কয়লা ক্ষেত্র থেকে কয়লা উত্তোলন অব্যাহত রয়েছে। ২০০৪ সালে হোসাফ ইন্টারন্যাশনাল লিঃ এর অনুকূলে রংপুর জেলার খালাসপীরে কয়লা অনুসন্ধান লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়। প্রতিষ্ঠানটি অনুসন্ধান কার্যক্রম সমাপ্ত করেছে। এছাড়া ২০০৮ সালে দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার দীঘিপাড়ায় কয়লা অনুসন্ধানের জন্য পেট্রোবাংলার অনুকূলে অনুসন্ধান লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়। প্রতিষ্ঠানটির অনুসন্ধান কার্যক্রম এখনও সমাপ্ত হয়নি।

মাদারীপুর জেলার রাজৈর ও গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়া উপজেলায় পিট অনুসন্ধানের জন্য পদ্মা মাইনিং এন্ড এনার্জি কর্পোরেশন লিঃ, স্বাধীন বাংলা মাইনস এন্ড ইলেকট্রিসিটি লিঃ এবং রিলায়েন্স মিনারেলস এন্ড পাওয়ার লিঃ এর অনুকূলে ২০১০ সালে ব্যুরো হতে ৩টি অনুসন্ধান লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে তাদের অনুসন্ধান কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

কঠিন শিলাঃ ১৯৯৪ সালে দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলা উত্তোলনের জন্য মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি লিঃ (পেট্রোবাংলার একটি কোম্পানি) এর অনুকূলে খনি ইজারা মঞ্জুর করা হয়। খনি হতে বর্তমানে কঠিন শিলা উত্তোলিত হচ্ছে।

খনিজ বালুঃ ২০০৭ মালে কক্সবাজার জেলার টেকনাফ ও উখিয়া উপজেলায় খনিজ বালু অনুসন্ধানের জন্য প্রিমিয়ার মিনারেলস লিঃ নামক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে দুটি অনুসন্ধান লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটি অনুসন্ধান কার্যক্রম সমাপ্ত করেছে।

২০০৭ সালে কেডিএস এনার্জি লিঃ এর অনুকূলে রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলায় ধাতব খনিজ অনুসন্ধানের জন্য অনুসন্ধান লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়। এছাড়া একই বছর কার্বন মাইনিং কোঃ লিঃ এর অনুকূলে কুড়িগ্রাম জেলার উলিপুর, চিলমারী ও সদর উপজেলায় ভারি মনিক অনুসন্ধান লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়। প্রতিষ্ঠানদ্বয় অনুসন্ধান কার্যক্রম সমাপ্ত করেছে।

সাদামাটি/চীনামাটিঃ দেশের সিরামিক শিল্পের কাঁচামাল সাদামাটি/চীনামাটি উত্তোলনের জন্য খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো হতে কোয়ারি ইজারা প্রদান করা হয়। বর্তমানে ময়মনসিংহ এবং নেত্রকোণা জেলায় মোট ১৩টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে এরূপ ইজারা রয়েছে।

সিলিকাবালুঃ দেশের নির্মাণ শিল্পের জন্য সাধারণ পাথর এবং কাঁচ শিল্পের কাঁচামাল সিলিকাবালু কোয়ারি ইজারা ব্যবস্থাপনা খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরোর উপর ন্যস্ত।

পেট্রোলিয়াম পণ্য

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) দেশব্যাপী জ্বালানি তেল মজুদ ব্যবস্থা উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ লক্ষ্যে এ সংস্থা দেশের চাহিদা অনুযায়ী জ্বালানি তেল আমদানি ও মজুদ করে থাকে। তাছাড়া, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন জ্বালানি তেল বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা পালন করে থাকে। বর্তমানে দেশের জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা প্রায় ৯.১২ লক্ষ মেট্রিক টন। তাছাড়া দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণকল্পে ইন্টার্ন রিফাইনারীর পরিশোধন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং গভীর সমুদ্রে শোধিত ও অপরিশোধিত জ্বালানি তেল খালাসের জন্য এসপিএম (Single Point Mooring) কার্যক্রম

গ্রহণ করা হয়েছে। নিম্নের সারণি ১০.১৯ ও ১০.২০- এ বিপিসি কর্তৃক ২০০১-০২ হতে ২০১১-১২ সাল পর্যন্ত যথাক্রমে অপরিশোধিত ও পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানির তথ্য দেয়া হলোঃ

সারণি ১০.২০ অপরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি

অর্থ বছর	পরিমাণ (মেটিক টন)	সিএন্ডএফ মূল্য/মিলিয়ন মাঃ ডলার	কোটি টাকা
২০০১-০২	১২,২৪,৭০৭	২২০.১৯	১,২৭৭.৭৮
২০০২-০৩	১৩,৩১,০০৩	২৮৯.৩০	১,৬৯৩.০৩
২০০৩-০৪	১২,৫২,৪২৪	৩১৪.১২	১,৮৪৮.৪৩
২০০৪-০৫	১০,৬৩,২০৮	৩৬৪.০১	২,২৬১.৯৮
২০০৫-০৬	১২,৫৩,২৮৫	৫৭৩.৬৫	৩,৯০১.১৬
২০০৬-০৭	১২,১১,০৩৭	৬০৪.৭৩	৪,১৯৬.৮৫
২০০৭-০৮	১০,৪০,০৮৪	৭৬২.০৮	৫,২৮৮.৮৫
২০০৮-০৯	৮,৬০,৮৭৭	৪৯৪.৪৪	৩,৪৩১.৪০
২০০৯-১০	১১,৩৬,৫৬৭	৬৪৬.২১	৪,৪৯১.৪১
২০১০-১১	১৪,০৯,৩০২	৯৭৮.৮১	৭,০৩৭.০০
২০১১-১২	১০,৮৫,৯৩৭	৯১৯.২৬	৭,০৫৩.৫১

উৎসঃ বিপিসি, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

সারণি ১০.২১ পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য আমদানি

অর্থ বছর	জেপি, কেরোসিন, অকটেন ও ডিজেল		লুব্রিকেটিং অয়েল		ফার্নেস অয়েল	
	পরিমাণ (মেঃটন)	মূল্য (কোটি টাকা)	পরিমাণ (মেঃটন)	মূল্য (কোটি টাকা)	পরিমাণ (মেঃ টন)	মূল্য (কোটি টাকা)
২০০১-০২	২০৭২৩০০	২৫৩৫.৬২	১৫৩১৬	৩০.৫৯		
২০০২-০৩	২২১৩৮৯৯	৩৩১৯.৩৬	১৯১১	৫.১০		
২০০৩-০৪	২২৬২৩৪৮	৪০১৫.৮১	৬৫১৬	১৮.৩৮		
২০০৪-০৫	২৬৯১৭৫০	৭২১৩.৮৮	১০১৮৯	৩৮.১৪	৩৯৯৩৫	৬১.৫৩
২০০৫-০৬	২৩৮০৫৮২	৯৩৮২.৭৭	৫১৩৭	৩৫.৫৩		
২০০৬-০৭	২৫৩৬৫৩৫	১০৪৪৩.২০	৪২৭৭	২৫.১৩		
২০০৭-০৮	২২২৭৭৫৩	১৪৩৪৩.০৪	৫০০৬	২৯.৯৪		
২০০৮-০৯	২৫০৭৮১৯	১০৯৪৫.২৪	৪৮২৮	২৩.৬৩	২৯৯৫৯	৬০.৩৮
২০০৯-১০	২৬৩৪২১২	১২০২৪.১৮	৭২৬২	৫২.০৩		
২০১০-১১	২৪৮৮৪৫৬	২১৪০৩.৬৯	৪৭৪৯	৪৩.৭৫	২৩০৫২৪	১১২৩.১৭
২০১১-১২	৩৪০৯৯৩৪	২৭১১১.২৪	৪৯৮০	৫৩.১১	৬৮০৯৮২	৩৮১৯.০৭

উৎসঃ বিপিসি, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

জ্বালানি তেল বাবদ ভর্তুকি

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন (বিপিসি) দেশের চাহিদা অনুযায়ী প্রতি বছরই অপরিশোধিত ও পরিশোধিত জ্বালানি তেল আমদানি করে থাকে। অপরিশোধিত ও পরিশোধিত জ্বালানি তেলের আন্তর্জাতিক সংগ্রহ মূল্য উঠানামা করে থাকে। আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের মূল্য বৃদ্ধি পেলেও সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে তেলের মূল্যসহ শুল্কহার পুনঃনির্ধারিত না হওয়ায় বিপিসি ক্রমাগত লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছে। ফলে জ্বালানি তেল আমদানি বাবদ সরকারকে উল্লেখযোগ্য অংক ভর্তুকি দিতে হচ্ছে। এ সংক্রান্ত তথ্য নিম্নে সারণিতে প্রদান করা হলো।

সারণি ১০.২২ সরকার কর্তৃক বিপিসি-কে প্রদত্ত ভর্তুকির পরিমাণ
(কোটি টাকা)

অর্থ বছর	সরকারি ভর্তুকির পরিমাণ
২০০৮-০৯	১৫০০
২০০৯-১০	৯০০
২০১০-১১	৪০০০
২০১১-১২	৮৫৫০

উৎসঃ বিপিসি, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

খনিজ সম্পদ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত) অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও মূল্যায়ন

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) দেশে খনিজ সম্পদ (তেল ও গ্যাস ব্যতীত) অনুসন্ধান, আবিষ্কার, মূল্যায়ন ও ভূতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা পরিচালনাকরণ; প্রকৌশলগত উন্নয়ন; নগর পরিকল্পনা; প্রাকৃতিক ও মানব-সৃষ্ট দুর্যোগ মোকাবেলার ক্ষেত্রে বিভিন্ন পুরকৌশল কাজ যেমন- নগরায়ন ও শিল্পায়ন, বাঁধ, সেতু, রাস্তা-ঘাট নির্মাণ, খাল খনন ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কাজে সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ও পরিকল্পনাবিদগণকে ভূবৈজ্ঞানিক পরামর্শ দান প্রভৃতি বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মূল্যায়ন ও জনসাধারণকে অবহিতকরণও জিএসবি-র কাজের অংশ।

জিএসবি বাংলাদেশের Geo-hazards বিশেষ করে ভূমিকম্প, ভূমিকম্প ও বিভিন্ন ধরনের বাঁধের দৃঢ়তা নির্ণয় নিয়ে গবেষণা শুরু করেছে এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূমিকম্পের আগাম সংকেত প্রদানের জন্য জানুয়ারি ২০১১-এ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন করেছে। এ যন্ত্র স্বয়ংক্রিয়ভাবে ১০টি নির্ধারিত মোবাইল নম্বরে ভূমিকম্পের আগাম সংকেত প্রদান করেছে। আগাম সংকেতের ফলে স্থানীয় প্রশাসন তথা জনগণ ভূমিকম্পের আগেই যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিরাপদ স্থানে সরে গিয়ে জানমাল রক্ষা করতে পারবে। এছাড়া আশুগঞ্জ-নরসিংদী ভাঙ্গা রাস্তা, তুরাগ নদীসংলগ্ন বেড়ীবাঁধ, কামরাঙ্গীচর নদীসংলগ্ন বাঁধ এলাকায় GPR (Ground Penetrating Radar) সার্ভে সম্পন্ন করা হয়েছে।

খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের Comprehensive Disaster Management Programme ফেজ-২ (সিডিএমপি-২) প্রকল্পের আওতায় জিএসবি কর্তৃক রংপুর, দিনাজপুর, টাংগাইল, ময়মনসিংহ, বগুড়া, রাজশাহী, কক্সবাজার ও টেকনাফ পৌর এলাকার Microseismic Zoning মানচিত্রায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ ছাড়া টাংগাইল, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, সিলেট এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া এলাকাসমূহের Active Fault Identification এর survey করা হয়েছে। দেশের বিভিন্ন ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে মোট ৮টি Accelerometer স্থাপন করা হয়েছেযারমাধ্যমে ভূমিকম্পপরবর্তী প্রভাব এর study করা হবে। তাছাড়া ভূমিকম্প বিষয়ে বাংলাদেশ ও সন্নিহিত এলাকার নব্য-ভূগাঠনিক কাঠামো সম্বন্ধে আরো অবহিত হওয়ার মাধ্যমে ভূমিকম্প দুর্যোগ নিরূপণে সহায়তা কাজের অংশ হিসাবে প্রথম পর্যায়ে জিএসবি'র মিরপুরসহ জায়গায়, ময়মনসিংহ শহর, ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট, চট্টগ্রাম জিএসবি অফিস, খুলনা জিএসবি অফিস, সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং শ্রীমঙ্গল ফায়ার সার্ভিস স্টেশনে মোট ৭টি জিপিএস স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে।

চলনবিল কর্মসূচির আওতায় বগুড়া, নাটোর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ ও রাজশাহী এলাকার মোট ৭০৮২.১০ বর্গ কিলোমিটার এলাকার ভূতাত্ত্বিক মানচিত্রায়ন ও উক্ত এলাকার কোয়াটারনারী যুগের ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস ও জলবায়ু পরিবর্তনের চিহ্নসমূহ উদ্ঘাটনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

খনিজ সম্পদ উন্নয়নে ভূবৈজ্ঞানিক কার্যক্রম-২য় পর্যায় শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি উপজেলার আগাইর গ্রামে প্রায় ১০০ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত একটি বেসিনে স্তরতাত্ত্বিক তথ্য ও খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের লক্ষ্যে ৫৪২ মিটার গভীরতার একটি অনুসন্ধান কূপ খননের মাধ্যমে ৩টি স্তরে ৮.৮৪ মিটার পুরুত্বের চুনাপাথর এবং ১টি স্তরে ১৮.২৯ মিটার পুরুত্বের সাদামাটির সন্ধান পাওয়া গেছে। এ ছাড়া মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখা উপজেলার চাতাল বিল ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রাপ্ত পিট এর প্রকৃত মজুদ, ব্যাপ্তি এবং অর্থনৈতিক সম্ভাবনা যাচাইয়ের কাজ অব্যাহত আছে।

কারিগরি সহায়ক শক্তি

হাইড্রোকার্বন ইউনিট তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ খাতের উন্নয়ন ও এ সম্পর্কিত বিষয়ে জ্ঞালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগকে কারিগরি পরামর্শ প্রদান করে। তাছাড়া, হাইড্রোকার্বন ইউনিট জ্ঞালানি খাতের বিভিন্ন বিষয়ে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সহযোগী সংস্থায় মতামত প্রদান এবং মন্ত্রণালয়ের Think Tank/Technical Arm/Consulting House হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় হাইড্রোকার্বন ইউনিট-কে ২০০৮ সালে স্থায়ী কাঠামোতে রূপদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

হাইড্রোকার্বন ইউনিট কর্তৃক Mini Data Bank-এ গ্যাস মজুদ, অনাবিস্কৃত গ্যাস সম্পদ, গ্যাস উৎপাদন এবং গ্যাসের খাতওয়ারি ব্যবহার সংক্রান্ত ডাটা সংরক্ষণের পাশাপাশি ডাটাবেজ থেকে “Gas Reserve and Production” শীর্ষক মাসিক প্রতিবেদন এবং “Gas Production and Consumption” শীর্ষক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হচ্ছে।

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে Resource Assessment এবং Reserve Estimation সম্পর্কিত সকল কার্যাবলী হালনাগাদকরণ, উৎপাদন বণ্টন ও অন্যান্য চুক্তির তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ, পেট্রোলিয়াম শোষণ এবং বিপণন ব্যবস্থাপনা, গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধি সংক্রান্ত কারিগরি প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া খনি এবং খনিজ উন্নয়ন তথা দেশের কয়লা খনির কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন, কয়লা খাত উন্নয়ন কৌশল (পিটসহ), সিবিএম (CBM), ইউসিজি (UCG) এবং কঠিন শিলা উন্নয়ন কার্যক্রম এবং বিদ্যমান খনন আইন বিধি/বিধান সমূহ সমীক্ষা সংক্রান্ত কারিগরি প্রতিবেদন প্রণয়ন ইত্যাদি কার্যাবলী সম্পাদিত হচ্ছে। সম্প্রতি বেশ কয়েকটি Software develop করে demonstration করা হয়েছে, যার মধ্যে নিম্নবর্ণিত Software সমূহ উল্লেখযোগ্যঃ

- ১) National Archive System Database Management Software
- ২) Cost Database Software
- ৩) Petroleum Database System Software।

উক্ত Software সমূহের মাধ্যমে দেশের গ্যাসক্ষেত্রসমূহে উৎপাদিত গ্যাসের উত্তোলন, সঞ্চালন এবং ব্যবহার, গ্যাসক্ষেত্রসমূহের বিভিন্ন পর্যায়ের সামগ্রিক হিসাব এবং দেশের জ্বালানি তেলের ব্যবহার এবং তেলের আমদানি, মজুদ এবং পরিবহন সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যাবে।

বিস্ফোরক নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা

বিস্ফোরক পরিদপ্তর নিম্নবর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের উপর ব্যবস্থা গ্রহণ করেঃ

- (ক) বিস্ফোরক ও পেট্রোলিয়াম অ্যাক্টের আওতায় বিস্ফোরক, পেট্রোলিয়ামসহ দাহ্য তরল পদার্থ, গ্যাস ইত্যাদি বিভিন্ন বিপজ্জনক পদার্থের আমদানি, মজুদ, পরিবহন, হ্যান্ডলিং ইত্যাদি বিষয়ে নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট স্থাপনা/প্রাঙ্গণ/ মজুদাগার পরিদর্শনপূর্বক লাইসেন্স/অনাপত্তি প্রদান।
- (খ) পরীক্ষাগারে বোমাজাতীয় আলামত পরীক্ষণপূর্বক বিশেষজ্ঞের মতামত প্রদান।

২০১২-১৩ অর্থ বছরে অত্র দপ্তর কর্তৃক বিস্ফোরক ও পেট্রোলিয়াম অ্যাক্টের অধীন বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদন করছে। প্রাকৃতিক গ্যাসের নির্ভরতা কমিয়ে বিকল্প জ্বালানি হিসেবে এলপিগ্যাস ব্যবহারকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে এ পর্যন্ত বিভিন্ন কোম্পানির অনুকূলে ১,৪৪,৭২২ টি এলপিগ্যাস সিলিন্ডার আমদানির, ০৬টি সিলিন্ডারে গ্যাস ভর্তির শিল্প কারখানার অনুমোদন, ৩১৫টি এলপিগ্যাস সিলিন্ডার মজুদের লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়েছে। গ্যাস সংযোগ বন্ধ থাকায় বিভিন্ন কারখানায় ও ব্যক্তি পর্যায়ে পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় ৭২৫টি বিভিন্ন ধরনের পেট্রোলিয়াম মজুদের লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়েছে। সিএনজি রিফুয়েলিং স্টেশনগুলিতে ব্যবহারের জন্য ৯,৭৮৮টি উচ্চচাপসম্পন্ন সিলিন্ডার এবং বিপুল পরিমাণ কনভার্সন কিটস ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি আমদানির অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। অক্সিজেনসহ বিভিন্ন গ্যাস পরিবহন ও মজুদের জন্য ০৯ টি গ্যাসাধার মজুদ ও পরিবহনের লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কার, সিসমিক সার্ভে সম্পন্নকরণের জন্য জাতীয় গ্যাস কোম্পানী, মধ্যপাড়া কঠিন শিলা প্রকল্প, বড় পুকুরিয়া কোল মাইনিং কোম্পানি ও আন্তর্জাতিক তৈল কোম্পানি কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প দ্রুত সমাপ্তির লক্ষ্যে ১১৬ মেট্রিক টন বিস্ফোরক (পাওয়ার জেল) ও ১,৫১,৪২০ পিস ডেটোনেটর বিস্ফোরক আমদানির অনুমতি/লাইসেন্স, বিস্ফোরক আমদানির ০৩টি, বিস্ফোরক মজুদের ০৩টি এবং বিস্ফোরক পরিবহনের ০২টি লাইসেন্স মঞ্জুর করা হয়েছে।

গ্যাস সঞ্চালন ক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে উচ্চচাপ গ্যাস পাইপ লাইনের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের জন্য ৩৭ টি পাইপ লাইনের অনুমোদন ও ২৪ টি নিশ্চিততা পরীক্ষণ কার্যক্রম অনুমোদন করা হয়েছে।

পেট্রোলিয়াম অয়েল ট্যাংকার এবং জাহাজ স্ক্যাপিং এর পূর্বে ১৬,১৭২ টি ট্যাংক পরীক্ষণপূর্বক পেট্রোলিয়াম গ্যাস মুক্তি সনদ প্রদান করা হয়েছে। বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের অধীন মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ১৩৯টি ক্ষেত্রে আলামত (বোমা) পরীক্ষণপূর্বক বিশেষজ্ঞের মতামত প্রদান করা হয়েছে।

জ্বালানি খাতে রেগুলেটরি কার্যক্রম

এনার্জি খাতের দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং জ্বালানী সঞ্চালন, পরিবহন ও বাজারজাতকরণে বেসরকারি বিনিয়োগের অনুকূলে পরিবেশ সৃষ্টি এবং এখাতে ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা, ট্যারিফ নির্ধারণে স্বচ্ছতা আনয়ন, ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ ও প্রতিযোগিতামূলক বাজার সৃষ্টির লক্ষ্যে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি) কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বিইআরসিকে আরো শক্তিশালী ও কার্যকর করার জন্য কমিশন কর্তৃক এর মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়ে থাকে। উল্লেখ্য, প্রশিক্ষণকে আরও অর্থবহ ও কার্যকর করার লক্ষ্যে একটি সুষম প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

কমিশন লাইসেন্সি ও অন্যান্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে শুনানী প্রদানের মাধ্যমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতামূলক প্রক্রিয়ায় পাইকারি, বাস্ক ও খুচরাভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন, এনার্জি সঞ্চালন, মজুতকরণ, বিপণন, সরবরাহ, বিতরণ এবং ভোক্তা পর্যায়ে (end user) ট্যারিফ নির্ধারণ করে থাকে। উল্লেখ্য যে, ২০১১-১২ অর্থ বছরে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড-এর বিদ্যুতের পাইকারী (বাস্ক) মূল্যহার বৃদ্ধির আবেদনের ওপর বিইআরসি ২৪ নভেম্বর, ২০১১ ও বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে “বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ড” এ অর্থের সংস্থান অব্যাহত রেখে ০১ ডিসেম্বর, ২০১১ ও ০১ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ হতে দু’দফায় কার্যকর করে Bulk Supply Tariff (BST) বৃদ্ধির কমিশন আদেশ জারি করেছে। উক্ত আদেশের মাধ্যমে কমিশন বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড-এর পাইকারি বিদ্যুৎ মূল্যহার ০১ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ থেকে ৩.৭৪ টাকা/কি.ও.ঘ. নির্ধারণ করে।

একই সাথে কমিশন বিদ্যুতের পাইকারি মূল্যহার বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাসমূহের খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার প্রথম দফায় ০১ ডিসেম্বর, ২০১১ থেকে এবং দ্বিতীয় দফায় ০১ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ থেকে বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কার্যকর করে প্রত্যেক বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি এর জন্য ২২ ডিসেম্বর, ২০১১ তারিখে পৃথক পৃথক কমিশন আদেশ জারি করা হয়েছে। উক্ত আদেশসমূহের মাধ্যমে কমিশন বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহে খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার একই তারিখ থেকে বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিভেদে গড়ে ৬.৫৮% - ৭.৬৬% বৃদ্ধি করে।

মার্চ/২০১২ তারিখে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের আবেদনের প্রেক্ষিতে তরল জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় জ্বালানি ব্যয় পাস থ্রো করার লক্ষ্যে বাস্ক ও খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার বৃদ্ধির আদেশ এবং পরবর্তীতে বিতরণ সংস্থার আবেদনের প্রেক্ষিতে বাস্ক পর্যায়ে বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি এবং খুচরা পর্যায়ে মূল্য বৃদ্ধিতে অন্তর্বর্তী আদেশ জারি করা হয়। এরপর ডিজেল ও ফার্নেস অয়েলের মূল্যবৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড-এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন পাইকারি বিদ্যুৎ মূল্যহারে ০১ মার্চ, ২০১২ থেকে ৪.০২ টাকা/কিলোওয়াট ঘন্টা নির্ধারণ করে। সে সাথে পাইকারি বিদ্যুৎ মূল্যহার বৃদ্ধিজনিত কারণে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা কোম্পানিসমূহ যাতে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এবং সেবার মান অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয় সে লক্ষ্যে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহের জন্য বর্ধিত জ্বালানি ব্যয় পাস-থ্রু (pass-through) করার লক্ষ্যে সকল বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি এর খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার গড়ে ০.৩০ টাকা/কি.ও.ঘ. বৃদ্ধি করে যা একইসাথে ১ মার্চ, ২০১২ থেকে বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কার্যকর করা হয়।

এছাড়া পাইকারি (বাস্ক) বিদ্যুৎ মূল্যহার বৃদ্ধির জন্য বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড-এর পুনঃআবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড-এর গড় পাইকারি বিদ্যুৎ মূল্যহার ০১ সেপ্টেম্বর, ২০১২ থেকে ৪.৭০ টাকা/কি.ও.ঘ. নির্ধারণ করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে কমিশন বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহের অন্তর্বর্তীকালীন খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার একই তারিখ থেকে ভারিত গড়ে ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি করে যা বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিভেদে ছিল গড়ে ১৪.৩৬ শতাংশ-১৫.৩৫ শতাংশ। কমিশন ১ সেপ্টেম্বর, ২০১২ থেকে বিদ্যুতের আবাসিক গ্রাহকশ্রেণীর ক্ষেত্রে বিদ্যমান তিনটি স্ল্যাবের পরিবর্তে ছয়টি স্ল্যাব প্রবর্তন করে। সেসাথে কমিশন আবাসিক শ্রেণীর সকল গ্রাহকের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী স্ল্যাব/স্ল্যাবসমূহের মূল্যহারের সুবিধা প্রযোজ্য করে। কমিশনের এ পদক্ষেপের ফলে গ্রাহকের বিল বৃদ্ধির হার সহনীয় রাখা সম্ভব হবে।

অন্যদিকে কমিশন বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড-এর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আগ্রহী শ্রমঘন (labour intensive) এবং রপ্তানিমুখী (export oriented) শিল্প গ্রাহকশ্রেণীকে বিভিন্ন ভোল্টেজ লেভেলে নির্ভরযোগ্য ও

মানসম্মত বিদ্যুৎ সরবরাহের লক্ষ্যে নতুন খুচরা বিদ্যুৎ মূল্যহার কাঠামো “কিউ” প্রবর্তন করে। সরবরাহ ভোল্টেজের তারতম্য অনুসারে “কিউ” গ্রাহকশ্রেণীর ১৩২, ৩৩ এবং ১১ কেভির জন্য ০১ জুন, ২০১২ থেকে খুচরা মূল্যহার নির্ধারণ করা হয় যথাক্রমে ১৩.৮৮, ১৪.৪৫ এবং ১৪.৯৯ টাকা/কিলোওয়াট ঘন্টা।

২০১১ সালে কমিশন কর্তৃক গঠিত “বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ড” এ সঞ্চিত অর্থ ছাড় ও ব্যয়ের জন্য কমিশন “বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড-এর বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ড সম্পর্কিত রেগুলেটরি গাইডলাইন্স, ২০১২” জারি করে। উক্ত গাইডলাইন্স অনুযায়ী বিদ্যুৎ রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন ফান্ড এর অর্থ ব্যবহারের অন্যতম শর্ত হচ্ছে যে, জাতীয় পর্যায়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রসমূহের উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যাবলীর আওতায় বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ ও **Balancing Modernization, Rehabilitation and Expansion (BMRE)**, গ্যাস ভিত্তিক পুরাতন প্ল্যান্টের স্থলে নতুন প্ল্যান্ট স্থাপন, **Least Cost** ভিত্তিতে দ্রুত বিদ্যুৎ জেনারেশন বৃদ্ধি এবং গ্যাস প্রাপ্তি সাপেক্ষে নতুন দক্ষ জেনারেশন প্ল্যান্ট স্থাপন। উল্লিখিত ফান্ড একটি নিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এ গাইডলাইন্স জারি করা হয়। এ ফান্ডে সঞ্চিত অর্থ সরকারি মালিকানাধীন বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের বিদ্যুৎ উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধিসহ বর্তমান বিদ্যুৎ ঘাটতিজনিত অবস্থার দৃশ্যমান পরিবর্তন করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

এছাড়াও কমিশন সিএনজি স্টেশন থেকে গ্রাহকপর্যায়ে সিএনজি এর বিক্রয় মূল্যহার ৩৭.৬৮ টাকা/ঘনমিটার নির্ধারণ করেছে যা ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ তারিখ কার্যকর করা হয়েছে।

বিইআরসি হতে প্রদত্ত সেবা সম্পর্কে জনসাধারণের অবগতির জন্য সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন করে তা জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। একই মানদণ্ডে বিভিন্ন সেবাপ্রদানকারী বা ইউটিলিটি সংস্থাসমূহের Performance মূল্যায়ন এবং আর্থিক হিসাব বিবরণী যেন যাচাই ও বাছাই করা যায় এবং সেসাথে যেন আর্থিক ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা যায় সে জন্য Uniform System of Accounts প্রবর্তনের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে পাইলট স্কিম হিসেবে DESCO-তে এটি চালু করা হয়েছে। কমিশন বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থাসমূহের সেবার মান তদারকি ও ভোক্তাদের অভিযোগ সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থানে ভোক্তা ও ইউটিলিটির প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে মত বিনিময় সভা আয়োজন করে থাকে যা কমিশনের Outreach Program নামে পরিচিত। কমিশন গত ২০১১-১২ অর্থ বছরে ০১ টি Outreach Program পরিচালনা করেছে।

বিইআরসি’র উপর অর্পিত কার্যাদি ও দায়িত্বের মধ্যে অন্যতম হল এনার্জি পরিসংখ্যান প্রস্তুত করে তা সংশ্লিষ্ট সকল মহলের জন্য প্রকাশ করা। এ উদ্দেশ্যে কমিশন বিদ্যুৎ ও পেট্রোলিয়াম খাতের পরিসংখ্যান সংগ্রহের জন্য উল্লিখিত খাতসমূহের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন নমুনার ফরমেট প্রস্তুত করেছে। কমিশনের বিদ্যুৎ বিভাগ হতে সরজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে ফরমেট অনুযায়ী এ খাতের কিছু পরিসংখ্যান ইতোমধ্যে সংগ্রহ করা হয়েছে। এনার্জি খাতের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে এনার্জি অডিট। এ বিষয়টি কমিশন সক্রিয় বিবেচনায় এনে প্রাথমিক কাজ শুরু করেছে।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ২২ (চ) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন “ইলেকট্রিসিটি গ্রিড কোড, ২০১২ প্রণয়ন করে তা কার্যকর করার জন্য বিভিন্ন ইউটিলিটিতে পাঠানো হয়েছে।

কমিশন ‘সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) রিফুয়েলিং স্টেশন নিরাপত্তা কোডস্ ও স্ট্যান্ডার্ড প্রবিধানমালা, ২০১২’ এবং ‘যানবাহনের সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) জ্বালানি ব্যবস্থার নিরাপত্তা কোডস্ ও স্ট্যান্ডার্ড প্রবিধানমালা, ২০১২’ নামে দু’টি প্রবিধানমালা প্রণয়ন করেছে।

বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ এর ৩নং প্রবিধান অনুসারে পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের মজুদকরণ এবং বিপণন/বিতরণের লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে ৩৪টি প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থ মজুতকরণ এবং বিপণন/বিতরণের লাইসেন্স প্রদান করা হয়।

ভোক্তা (end user) স্বার্থ বিবেচনায় পেট্রোলিয়ামজাত পদার্থের মজুদকরণ এবং বিপণন/বিতরণের লাইসেন্স/তালিকাভুক্তকরণ এর ক্ষেত্রে লাইসেন্সিং ফি যৌক্তিককরণের জন্য বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন লাইসেন্স প্রবিধানমালা, ২০০৬ এ প্রয়োজনীয় সংশোধন আনয়ন করা হচ্ছে।

প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

বাংলাদেশের শিল্প উন্নয়নে তেল, গ্যাস ও খনিজ খাতের অবদানের কথা বিবেচনা করে ১৯৮১ সালে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট (বিপিআই) উন্নয়ন প্রকল্প হিসেবে চালু হয়। পরবর্তীতে ২০০৪ সালের ৬ নং আইন দ্বারা “বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট” জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হিসেবে রূপ লাভ করে। তেল, গ্যাস ও খনিজ খাতে কর্মরত জনবলকে উচ্চতর প্রশিক্ষণ প্রদান, গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা এবং তথ্য ব্যবস্থাপনা এ ইন্সটিটিউটের দায়িত্ব। ইন্সটিটিউটের কর্মকান্ড ১০ সদস্য বিশিষ্ট গভর্নিং বোর্ডের সার্বিক দিক নির্দেশনায় পরিচালিত হচ্ছে।

২০১২-১৩ অর্থ বছরে ফেব্রুয়ারি ২০১৩ পর্যন্ত মোট ৭টি প্রশিক্ষণ কোর্স সমাপ্ত করা হয়েছে এবং সংক্ষিপ্ত বুনীয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স চলছে। এ কোর্সসমূহে মোট ২৫৩ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

সূচনালগ্ন হতে এ ইন্সটিটিউট তেল ও গ্যাস প্রাপ্তির সম্ভাবনাময় স্থানসমূহ চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ফটো-জিওলজি, ভূ-পদার্থিক মডেলিং এবং অন্যান্য সমীক্ষার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। “Joint Research for the Petroleum System Analysis in Surma Basin” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় গবেষণা চালানোর জন্য বিপিআই এবং জাপানের JGI, MOECO এবং ICEP এর মধ্যে LOM (Letter of Memorandum) স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায়ে গবেষণার কাজ সম্পাদিত হয়েছে।

জ্বালানি বৈচিত্রায়ন

আধুনিক সভ্যতার সাথে তাল মেলাতে গিয়ে দিন দিন অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও প্রাকৃতিক গ্যাস ও জ্বালানি তেলসহ অন্যান্য খনিজ সম্পদের চাহিদা বেড়ে চলেছে। ক্রমবর্ধমান এ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। দেশের দীর্ঘমেয়াদি জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজন জ্বালানি উৎসের বহুমুখীকরণ (fuel diversification)।